# আল ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়্যাহ

সাইফুল্লাহ আল হানাফী

**আল ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়্যাহ**

**সাইফুল্লাহ আল হানাফী**

প্রকাশক:
হাফিজ মাওলানা করিমুল ইসলাম
শমসেরগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রকাশকাল:
জুলাই - ২০১৬ ইংরেজি
শাওয়াল- ১৪৩৭ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ:
নভেম্বর- ২০১৬ ইংরেজি

মূল্য:
৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র



প্রাপ্তিস্থান:
- সাইমুন লাইব্রেরী
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন
সুবহানীঘাট সিলেট

- নোমানিয়া লাইব্রেরী
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
সিলেট

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

نحمدهٗ ونصلي على رسوله الكريم

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- 'আমার উম্মত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে, একটি ফিরকা ব্যতিত সকলেই জাহান্নামে যাবে'। রাসূল (সা.) ফিরকায়ে নাজীর পরিচয়ের মাপকাঠিও বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি বাতিল ফিরকা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন হাদীসে তার উম্মতকে সতর্ক করেছেন। হাদীসের বর্ণনাসমূহে খারিজীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিশেষ সতর্কবাণী পাওয়া যায়। রাসূল (সা.) খারিজীদের পরিচয় করার বিভিন্ন আলামতও বর্ণনা করেছেন।

খারিজীরা কুরআন এবং হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে কুফরী ফতওয়া দিয়ে হত্যা করাকে বৈধ বলেছিল। এমনকি কুরআন শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা হযরত আলী (রা.) এবং তার অনুসারীকে কাফির ফতওয়াও দিয়েছিল।

খারিজীদের আর্বিভাব হযরত আলী (রা.)-এর সময়ে হলেও তাদের সূত্রপাত হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর যুগেই। গোপনে গোপনে তারা তাদের শক্তি সঞ্চার করে হযরত আলী (রা.)-এর সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। উলামায়ে আহলে সুন্নত খারিজীসহ সকল ভ্রান্ত মতবাদের যুক্তি খন্ডন করে মুসলিম উম্মাহকে ভয়াবহ ফিতনাহ থেকে হেফাযতের পথ দেখিয়েছেন। ইসলামের এসকল মহান বিদ্বানদের মুকাবিলা করা বাতিল মতবাদীদের সম্ভব হয় নি।

খারিজী ফিতনাসহ অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদসমূহকে পুঁজি করে ১৮ শতকে আরবের নজদে আবির্ভূত হন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে ইবনু ওয়াহাব নজদী নির্দ্বিধায় তার মতবাদ আরব বিশ্বে প্রচারের সুযোগ পায়। নজদীর প্রচারিত আকীদাসমূহ বিশ্বের উলামায়ে কিরামের কাছে পৌঁছলে উলামায়ে আহলে সুন্নত সে সকল আকীদাকে কুরআন-সুন্নাহ তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

উলামায়ে দেওবন্দের কোন কোন আকাবীরও ওয়াহাবী ফিতনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আকাবিরীনে দেওবন্দ তাদের অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী ফিতনাহ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন। ওয়াহাবী ফিতনার বিরুদ্ধে দেওবন্দী উলামাদের কাছে শায়খুল ইসলাম নামে পরিচিত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তার লিখিত 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যে অধ্যায়ে তিনি ওয়াহাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।

মাদানী সাহেব ওয়াহাবীদের সম্পর্কে লিখেন-

صاحبو!

محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتداءً تیرہویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا۔ اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا۔ ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس سے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ نہ مجوس سے نہ ہنود سے غرضیکہ مذکورۃ الصدر کی وجہ سے ان کو اس کے طائفہ سے اعلیٰ درجہ کی عداوت ہے اور بے شک جب اس نے ایسی ایسی تکالیف دی ہیں تو ضرور ہونا بھی چاہئے۔

অনুবাদ: সূধিগণ. মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী সর্বপ্রথম আরবের নজদ থেকে ১৩০০ হিজরীতে আবির্ভূত হয়। যেহেতু সে বাতিল চিন্তাধারা এবং ভ্রষ্ট আকিদা পোষণ করত, এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীকে হত্যা করে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক তার বাতিল চিন্তাধারা সমর্থনের জন্য কষ্ট দিতে থাকে। তাদের মালকে গণিমতের মাল মনে করে। তাদেরকে হত্যা করা সওয়াব ও রহমতের কারণ মনে করে। বিশেষ করে হারামাইনের অধিবাসীকে এবং সাধারণভাবে হেযাযবাসীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সালফে সালিহীন এবং তাদের অনুসারী সর্ম্পকে অত্যন্ত বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে। অনেক লোককে তাদের এসব আচরণের কারণে মক্কা মদিনা ত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া হাজার হাজার মানুষ তাদের বাহিনীর হাতে নিহত হয়। মোটকথা, সে একজন জালিম, বাগী এবং রক্ত পিপাসু ফাসিক ছিল। এজন্য বিশেষত আরবের অধিবাসী তার ও তার অনুসারীদের প্রতি আন্তরিকভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাদের অবস্থা এমন ছিল তারা তাদেরকে (ওয়াহাবীদেরকে) খ্রিষ্টান, অগ্নিপুজক এবং হিন্দুদের থেকেও অধিক ঘৃণা করত। সারকথা: উল্লেখিত আচরণের কারণে তাদের (ওয়াহাবীদের) প্রতি এত ঘৃণা। সে যেহেতু মুসলমানদেরকে এত কষ্ট দিয়েছে আবশ্যই এরূপ হওয়া প্রয়োজন। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা:৫৪)

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কিছু সংখ্যক দেওবন্দী নিজেদেরকে তৌহিদবাদী বা তৌহিদী জনতা প্রমাণ করার জন্য সালাফী লা-মাযহাবীদের বক্তৃতা বিবৃতির অনুকরনে নিজেরাও বিভ্রান্তিমূলক ও অপপ্রচারমূলক বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে থাকেন।

অথচ তাদের পূর্বসূরী আকাবিরীনে দেওবন্দের অনেক আক্বীদা, মত ও পথের বিরোদ্ধে সালাফী ওয়াহাবীরা যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা সম্ভবত: তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তা না হলে তাদের পূর্বসূরীদেরকে এত অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করার পরও কিভাবে তারা সলফী লা-মাযহাবীদের অনুকরন করেন? কিছু সংখ্যক দেওবন্দী আলিম তাদের আকাবীরদের মত ও পথ থেকে দূরে এসে ওয়াহাবীদের সাথে একাত্মতা করে নিজের মধ্যে ওয়াহাবীদের বাতিল আকীদা লালন করছেন। এমনকি তাদের অনেকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদীকে একজন মুজাদ্দিদ হিসাবেও মনে করেন। অথচ মাদানী সাহেবসহ তাদের আকাবীরগণ নজদীর প্রচারিত আকীদাসমূহকে ভ্রান্ত ও গুমরাহী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

আকাবীরদের মত ও পথ থেকে দূরে সরে আসা এসকল দেওবন্দী নিজেদের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণের জন্য বলে থাকেন যে, মাদানী সাহেব তার শিহাবুস সাকিব কিতাবে যা লিখেছেন তা থেকে তিনি রুজু করেছেন। অথচ তাদের সকল নির্ভরযোগ্য কিতাবে তারা ওয়াহাবী নয় এটা প্রমান করার জন্য 'শিহাবুস সাকিব' কিতাবে বর্ণিত ওয়াহাবীদের ভ্রান্ততা সম্পর্কিত অধ্যায়কে প্রমান স্বরূপ পেশ করে থাকেন। (আল্লাহই ভালো জানেন)

তবে এখনো দেওবন্দীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা আকাবীরদের পথে চলতে চান। কিন্তু দেওবন্দের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হওয়া আলিমদের পাল্লায় পড়ে তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের যে সকল ছাত্র কওমী মাদরাসায় পড়ছেন তারা আব্দুল ওয়াহাব নজদীর ব্যপারে তাদের আকাবীরদের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না।

এ সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে আমরা ওয়াহাবীদের সম্পর্কে দেওবন্দী আকাবিরদের সঠিক সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করার ইচ্ছা করি।

# একটি সন্দেহের নিরসন

কারো মনে সন্দেহ বা প্রশ্ন হতে পারে যে দেওবন্দী আকাবিরীন সম্পর্কে সালাফী লা-মাযহাবীরা যে সকল অশালীন বক্তব্য ও কটুক্তি করেছেন তা এখানে উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? এ প্রশ্নের বা সন্দেহে নিরসনে বলা যায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও সলফী ওয়াহাবীরা দেওবন্দী আকাবিরীনের বিরোদ্ধে যে সকল কটুক্তি করেছেন দেওবন্দীরা নিজেরাই তাদের বিভিন্ন বই পুস্তকে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন মুফতি আব্দুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী লিখিত 'তথা কথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ' বইয়ে যে সকল কটুক্তির বর্ণনা রয়েছে এর কয়েকটি আমরা নিম্নে উল্লেখ করলাম।

১. উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে লেখা চরম হঠকারীমূলক স্বতন্ত্র বই 'আদ-দেওবন্দীয়া'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৮০টি পৃষ্ঠা শুধু উলামায়ে কিরামের কুৎসা-সমালোচনা আর আপবাদ-অপপ্রচারের বিষোদগারে পরিণত করেছে। এ বিরাট বইয়ের শুরুতে লিখেছেন-

'ইসলামী ফিরকাসমূহের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি শিরকজনিত ফিৎনামূলক আক্বীদার জালে আবদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে দেওবন্দী জামাআত এক। *[সিয়াহাতুল জানান, দেখুন আল-কালামুল মুফীদ পৃষ্ঠা নং-৬]* উক্ত বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

'দেওবন্দীরা হিন্দুস্তানে বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী এবং কবরপূজারী মুশরিক।'

উক্ত বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠায় হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) কে মুশরিক হেতু ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করেছে এবং ২৫৩ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি কথা উল্লেখ করত: লিখেছে, তা-হল 'বিতাড়িত শয়তানের কথা।' (নাউযুবিল্লাহ)

২. ন্যক্কারজনক অপবাদ আর জাহিলী অপব্যাখার জঘন্যতম বিষোদগার 'জুহুদুল উলামাইল হানাফীয়া' নামক বিশাল-বিশাল তিন ভলিয়াম কিতাবের প্রতিটি পাতায় উলামায়ে দেওবন্দের কুৎসা, অপবাদ-অপব্যাখার ঝড়-তুফান চালিয়েছে।

উক্ত বইয়ের ১ম খন্ড ৫২১ পৃষ্ঠায় লিখেছে- 'হুসাইন আহমদ, দেওবন্দীদের নিকট শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত। কবরপূজা ও কাল্পনিক কুসংস্কারের এক প্রখ্যাত ব্যক্তি। তিনি কুসংস্কার, কবরপূজা ও ভ্রান্ত ছুফী মতবাদের দাবীদার ছিলেন।'

এভাবে ১ম খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠায় শাইখুল হিন্দ (র.) সম্বন্ধে কটুক্তি করতে গিয়ে লিখেছে- 'হানাফী মাযহাবের জন্য বাড়াবাড়ি ও হঠকারীতা করতে গিয়ে কুরআনের তাহরীফ (পরিবর্তন-পরিবর্ধন) পর্যন্ত করেছেন।'

হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) সম্বন্ধে অপবাদ দিতে গিয়ে ১ম খন্ডের ৬৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছে- 'তিনি ভ্রান্ত ছুফী ও কুসংস্কারক ছিলেন। তার নিকট অনেক ভালোও ছিল, অগাধ বিভ্রান্তিও ছিল, আর ছিল কবরপূজা ও ভ্রান্ত ছুফীবাদ বরং মূর্তি পূজা ও কাল্পনিক কুসংস্কার।'

**(বিস্তারিত জানতে হলে মুফতি রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী-এর লিখিত তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ বইটির ৬২ পৃষ্ঠা থেকে ৬৪ নং পৃষ্ঠা দেখুন)**

# বইটি লেখার কারণ

আমরা এখানে সালাফী ওয়াহাবী প্রখ্যাত আলিম التويجرى কর্তৃক দেওবন্দীদের পূর্বসূরীগণ সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগের উল্লেখ করছি যা তাদের কিতাবসমুহে উল্লেখ আছে। এটা এজন্যই উল্লেখ করছি যাতে (ক) তারা একটু চিন্তা করেন, দেওবন্দী নন এমন অনেক সুন্নী, তরীকতপন্থী আকাবির ও মাশাঈখগণের বহু আমল ও আক্বীদা রয়েছে যা দেওবন্দী পূর্বসূরীদের কিতাবেও বর্ণিত আছে। এ গুলোর বিরোদ্ধে নজদী ওয়াহাবীগণ যেভাবে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, ঠিক একই ভাবে কিছু দেওবন্দীও সুন্নি আলিমদের বিরোদ্ধে ফতোয়া প্রদান করেন। প্রকৃত পক্ষে তাদের এসব ফতওয়াবাজী নিজেদের পূর্বসূরী বুজুর্গদের উপর অভিযোগের নামান্তর। (খ) দেওবন্দীগন ওয়াহাবীদের সাথে যতই বন্ধুত্বের আচরন করেন না কেন তারা তাদের আকাবিরীনকে ওয়াহাবীদের গালি গালাজ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না।

ওয়াহাবীরা যে সকল বিষয়ে আকাবীরে দেওবন্দকে দোষারোপ করেছে সে সকল বিষয়ে আমরাও দেওবন্দীদের সাথে একমত। এ কারণে আমরা ওয়াহাবীদেরকে ধিক্কার জানাই। আমরা নিম্নে বিখ্যাত সালাফী ওয়াহাবী হামুদ বিন আব্দুল্লাহ হামুদ আততুয়াইজিরী (১৩৩৪ হি:- ১৪১২ হি:) এর লিখিত 'আল কাউলুল বালীগ (দারুস সুমাইয়ী কর্তৃক প্রকাশিত) পুস্তকে দেওবন্দী পূর্বসূরীদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরছি।

নজদী ওয়াহাবীদের শীর্ষস্থানীয় লেখক التويجرى তাঁর القول البليغ فى التحذير من جماعة التبليغ কিতাবে দেওবন্দী আকাবিরীন উলামা সম্পর্কে যে হীন অভিমত ও ফতওয়া প্রকাশ করেছেন নিম্নে তার কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো:

তুয়াইজিরী লিখিত আল-কাউলুল বালীগ কিতাবের ১ম পৃষ্ঠার স্ক্যান কপি

# القَوْلُ البَلِيغ

## فِي التَّحْذِيرِ مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغ


تأليف

الفقير إلى الله تعالى

حمود بن عبد الله بن حمود التويجري

رحمه الله

١٣٣٤هـ - ١٤١٣هـ



ر الصميعي للنشر والتوزيع

هاتف وفاكس: ٤٢٦٢٩٤٥

بياض - السويدي - شارع السويدي العام

،.ب: ٤٩٦٧ - الرمز البريدي ١١٤١٢

المملكة العربية السعودية

# শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব সম্পর্কে التويجرىএর মন্তব্য

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব এর রচিত 'নশরুত্তীব' কিতাবের শেষাংশে উল্লেখিত কিছু কবিতা উদ্ধৃত করত: التويجرى শ্লোকগুলোর রচয়িতা থানবীকে আল্লাহর সাথে শিরককারী বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। যেমন: القول البليغ কিতাবের ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় তুয়াইজিরী লেখেন-

| | |
|---|---|
| يا شَفيعَ العِبادِ خُذْ بيَدي | أنْتَ في الاضطِرارِ مُعْتَمَدي |
| لَيسَ لي مَلْجأ سِواكَ أغِثْ | مَسَّني الضُّرُّ سَيِّدي سَنَدي |
| غَشَّني الدَّهْرُ يا ابنَ عَبْدِالله | كُنْ مُغيثاً فأنْتَ لي مَدَدي |
| لَيسَ لي طاعَةٌ ولا عَمَلٌ | بَيْدَ حُبِّيكَ فَهُوَ لي عَتَدي |
| يا رَسولَ الإلهِ بابُكَ لي | مِنْ غمامِ الغُمومِ مُلْتَحَدي |
| جُدْ بِلُقْياكَ في المَنامِ وكُنْ | سَاتِراً للذُّنوبِ والفَنَدِ |
| أنْتَ عافٍ أبَرُّ خَلْقِ اللهِ | ومُقيلُ العِثارِ واللَّدَدِ |
| رَحْمَةٌ للعِبادِ قاطِبَةً | بَلْ خُصوصاً لِكُلِّ ذي أوَدِ |

وقد اشتملت هذه الأبيات على أنواع كثيرة من الشرك الأكبر، وهي شبيهة بقصيدتي البردة والهمزية للبوصيري؛ فإن كلًّا من الشاعرين قد صرف خالص حقِّ الله تعالى عن الله وجعله للنبي ﷺ.

অনুবাদ :'হে মানব জাতির শাফায়াতকারী নবী! তুমি আমায় সাহায্য কর। সমস্ত বিপদাপদে তুমিই আমাদের সাহায্যকারী।

হে আমাদের সরদার। আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, তুমি ব্যতীত কে আর আমাদের সাহায্য করবে?

সময় আমাদের প্রতিকূলে, হে নবী তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর।

আমার না আছে কোন ইবাদত, আর না আছে কোনো সৎকাজ, কিন্তু অন্তরে তোমার মুহব্বত রয়েছে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার করুণার দারই আমার জন্য যথেষ্ট, অতঃপর আর কোনো বিপদই আমার হবে না।

হে রাসুল! স্বপ্নযোগে তুমি তোমার দর্শন দান কর এবং আমার আপরাধসমূহের উপর পর্দা টেনে দাও।

হে রাসুল! ভুলভ্রান্তি ও দোষক্রটি ক্ষমা করার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য তোমার মধ্যেই রয়েছে।

হে রাসুল! সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য তুমি রহমত সুরূপ। বিশেষতঃ পাপী ও পথভ্রষ্টদের জন্য।

এই চরনগুলো বিভিন্ন প্রকারের শিরকে আকবরের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইহা বুসিরী এর কসীদায়ে বুরদাহ এবং কসীদায়ে হামযিয়া এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ দুই কবিই আল্লাহর হককে পরিবর্তন করে তা নবী (স.) এর জন্য নির্ধারন করেছেন। (আল-কাউলুল বালীগ: পৃষ্ঠা:৬৩-৬৪)

শেখ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের কবিতাগুলো উদ্ধৃত করার পর তুয়াইজিরী সাহেব যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে যে বিষয়টি প্রমানিত হয় তা হল-

ক. এরকম কবিতা পাঠ করা অথবা রচনা করা শিরকে আকবর।

খ. কবিতাগুলোর রচয়িতা আল্লাহর হক আল্লাহর রাসূল (সা.)কে দান করেছেন, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

## মাওলানা আব্দুর রহিম রায়পুরী সম্পর্কে আশরাফ আলী থানবী সাহেবের ই'তিকাদের নিন্দা

জনাব থানবী সাহেব ارواح ثلاثة নামক গ্রন্থের ৪০১ পৃষ্ঠায় জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী সাহেবের কাশফের কথা উল্লেখ করেন। রায়পুরী সাহেবের সামনে তার ক্রটিগুলো প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে এ আশংকায় তার সামনে বসতে তিনি ভয় পেতেন। এই কথার উপর ভিত্তি করে التويجرى থানবী সাহেবকে পরিত্যক্ত ভ্রান্তির দাবিদার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। যেমন তিনি القول البليغ কিতাবের ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় লেখেন-

ومن خرافات مشايخ التبليغيين ما ذكره محمد أسلم في (ص ٢٢) عن الشيخ التهانوي أنه قال: «إن قلب الشيخ عبدالرحيم رايفوري كان نورانياً جداً، فكنت أخاف أن أجلس عنده خشية أن تنكشف عيوبي»[٢].

অনুবাদ: তাবলীগ জামাতের শায়খদের অনর্থক ও বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তার মধ্যে অন্যতম হল-মুহাম্মদ বিন আসলম শায়খে থানবী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন 'শায়খ আব্দুর রহীম রায়পুরী খুবই আলোকিত ছিলেন। আমি তার সামনে বসতে ভয় পেতাম এ আশংকায় যে, আমার ত্রুটিগুলো তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে'।

## শায়খ মাওলানা থানবী সাহেবের বিরোদ্ধে তুয়াইজিরীর বক্তব্য

قلت: ما ذكره التهانوي من الخوف من انكشاف عيوبه عند الرايفوري إذا جلس عنده ظاهر في دعواه أن الرايفوري كان يعلم ما يخفيه عنه من عيوبه، وهـذه دعوى باطلة مردودة بقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ والأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾.

অনুবাদ: আমি (التويجرى) বলি, রায়পুরী সাহেবের সামনে বসলে তার ভুলক্রুটিসমুহ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার যে আশংকা থানবী সাহেব করেছেন এর থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, থানবী সাহেবের দাবী হল রায়পুরী সাহেব তার গোপন দোষক্রুটি সম্পর্কে অবগত। অথচ তা হচ্ছে একটি প্রত্যাখ্যাত বাতিল দাবী। কারন- আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন। 'হে নবী! আপনি বলুন, আসমান যমীনে যাারা আছেন তন্মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়িব সম্পর্কে অবগত নয়'। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ১৪৮)

## মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী সম্পর্কে التويجرى এর মন্তব্য

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে التويجرى আরো বলেন, যদি রায়পুরী সাহেব থানবীকে বা অন্য কাউকে এরকম গোপন অবস্থা এবং ক্রুটির সংবাদ দিয়ে থাকেন তবে সন্দেহ নেই তার মধ্যে জিনের প্রভাব রয়েছে এবং তারা তার যে কাশফের কথা ধারনা করে থাকে ইহা প্রকৃত পক্ষে শয়তানী অবস্থা। যেমন : التويجرى তার আল-কাউলুল বালীগ কিতাবের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লেখেন-

وإن كان الرايفوري قد أخبر التهانوي أو غيره بشيء مما كانوا يخفونه عنه من أحوالهم وعيوبهم؛ فلا شكَّ أنه كان له قرين من الجن يخبره بما اطُّلع عليه من أحوال الناس وعيوبهم، فإذا أخبرهم الرايفوري بذلك؛ ظنُّوا أن ذلك من المكاشفة، وهو في الحقيقة من الأحوال الشيطانية.

অনুবাদ : থানবী বা অন্যান্যদের গোপন অবস্থাসমুহ বা দোষত্রুটি সম্পর্কে যদি রায়পুরী সাহেব অবগত হতে পারেন, তাহলে সন্দেহ নেই যে, তার সাথে শয়তান মিলিত হয়ে গেছে। আর ঐ শয়তান মানুষের গোপনীয় বিষয়সমূহ তাকে অবগত করে। আর রায়পুরী সাহেব শয়তানের কাছ থেকে অবগত হয়ে মানুষকে তা বলে দেন। ইহাকেই তার অনুসারীরা মুকাশাফা বলে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটি শয়তানী অবস্থা। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ১৪৮)

## মাওলানা যাকারিয়া সাহেব সম্পর্কে التويجرى এর মন্তব্য

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব এর রচিত حياة محمد يوسف গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি প্রদান করত: التويجرى তাঁর القول البليغ কিতাবের অন্যতম এক চরিত্র মুহাম্মদ তকি উদ্দিন হেলালীর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যাকারিয়া সাহেবকে 'কুফুরী ও গোমরাহী উক্তিকারী' বলে চিহ্নিত করেন। যেমন: তিনি القول البليغ এর ৬৯-৭০পৃষ্ঠায় লেখেছেন-

ومن الشرك الأكبر أيضاً ما ذكره محمد أسلم عن الشيخ محمد زكريا، حيث قال في (ص ٣٤): «زيارة قبر الشيخ عبدالقادر راي فوري مرشد الشيخ أبي الحسن الندوي».

ثم ذكر عن الشيخ محمد زكريا أنه قال: «كان الشيخ عبدالقادر يشتاق إلى أن يستمع القرآن مني، لكن ما سنحت الفرصة، فاهتممت بختم القرآن كله عند قبره، فسافرت إلى باكستان لتكميل هذه الرغبة خاصة، وكان الشيخ عبدالقادر يتفكر في راحتي وسعادتي دائماً، وقد ظهر هذا الآن، بحيث كانت الأيام الثلاثة التي قضيتها عند قبره، صار جوُّ هذا المكان الحار الشديد معتدلاً بتصرُّف الشيخ لثلاثة أيام»[1].

قال محمد تقي الدين الهلالي: «هٰذا كلام فيه كفر وضلال، فأما الضلال؛ فقراءة القرآن عند القبر، وأما الكفر؛ فزعمه أن عبدالقادر تصرُّف في الجو فجعله بارداً لمدة ثلاثة أيام» انتهى كلام تقي الدين الهلالي.

অনুবাদ: মুহাম্মদ আসলাম শায়খ মুহাম্মদ জাকারিয়া থেকে زيارة قبر الشيخ عبد القادر راى فورى مرشد شيخ ابوالحسين ندوي গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা গুরুতর শিরকের অন্তর্গত। যেমন তিনি শায়খ যাকারিয়া থেকে বর্ণনা করেন 'শায়খ আব্দুল কাদির আমার কাছ থেকে কুরআন শুনতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু আমার সুযোগ হয়ে উঠেনি। পরবর্তীতে তার মৃত্যুর পর তার কবরের পাশে আমি পূর্ণ কুরআন মজীদ খতম করার ইচ্ছা পোষন করলাম। আমি কেবল এই আগ্রহ নিয়েই পাকিস্থান সফর করলাম। শায়খ আব্দুল কাদির সাহেব সব সময় আমার শান্তি ও সৌভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। তা এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি তিন দিন তাঁর কবরের পাশে অবস্থান করলাম। ঐ তিন দিনের জন্য অতি উষ্ণ সে স্থানটি আরামদায়ক হয়ে গেল।

মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হেলালী বলেন, এটা এমন একটি কথা যাতে কুফরী ও ভ্রষ্টতা রয়েছে। ভ্রষ্টতা হচ্ছে কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা, আর কুফরী হল বাতাসের উপর আব্দুল কাদির সাহেবের নিয়ন্ত্রণ আছে বলে ধারনা করা, যার ফলে তিনি তিন দিন পর্যন্ত ঐ স্থানকে ঠান্ডা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৬৯-৭০)

## যাকারিয়া সাহেবের অনুসারীরা তার থেকে আরো অধিক পথভ্রষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে তুয়াইজিরীর মন্তব্য

قلت: إذا كانت هٰذه الأمور الشركية قد راجت على الشيخ زكريا الذي يصفونه بأنه ريحانة الهند وبركة العصر والمحدث الكبير وشيخ الحديث وشيخ المشايخ والمشرف الأعلى لجماعة التبليغ وأعلم الناس عندهم... وراجت أيضاً على أبي الحسن الندوي الصوفي التبليغي الذي قد اغترَّ به كثير من

المنتسبين إلى العلم، وظنّوا أنه من كبار العلماء في زماننا، وهو في الحقيقة من المفلسين من علم التوحيد والسنة، وراجت أيضاً على غيرهما من مشايخ التبليغيّين وأكابرهم، فلم يروا بها بأساً؛ فلا تسأل عن حال أتباعهم من السذّج الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون؛ فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ ويَحْسَبونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدونَ﴾.

অনুবাদ: আমি বলি, তাবলীগ জামাতের লোকেরা শায়খ যাকারিয়া সাহেবকে উপাধি দিয়ে থাকে - بركة العصر ريحانة الهند প্রধান মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস, উস্তাদগনের উস্তাদ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তার কাছ থেকে যদি এরূপ শিরকী বিষয়সমুহের প্রচলন ঘটে, তা হলে তাদের অনুসারীদের অবস্থা কেমন হবে যারা কোন কিছু বুঝে না, আর তারা হেদায়ত প্রাপ্তও নয়। এরূপ শিরকী প্রচলন প্রকাশ পেয়েছে তাবলীগী সূফী আবুল হাসান নদভীর কর্মকান্ডে, যাকে তারা মনে করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তারা তাঁকে আমাদের যুগের বড় আলিম মনে করে। বাস্তবে তিনি হলেন কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান সম্পর্কে হীন। এমনিভাবে তাবলীগী অনেক বড় বড় মাশায়িখগনের কাছ থেকে শিরকী কর্মকান্ড প্রচলিত আছে যাতে তারা কোন অসুবিধা মনে করেন না। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য। اتخذو الشياطين او لياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون - অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করে, অথচ তারা নিজেদেরকে হিদায়ত প্রাপ্ত বলে মনে করে। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৩৪)

**মন্তব্য** : কিছু সংখ্যক দেওবন্দী আলিম উলামাদের লেখা-লেখি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা ওলী আল্লাহদের মৃত্যুর পর তাদের কাছ থেকে ফয়েয লাভ করাকে ওয়াহাবীদের অনুসরণে নাজায়িয মনে করেন। অথচ তাদেরই শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার রচিত تصوف کی حقیقت اور اس کے مسائل কিতাবে اعمال অধ্যায়ে যা লিখেছেন নিম্নে তার অনুবাদ দেয়া হল।

অনুবাদ : এবং আউলিয়ায়ে কিরাম ও মাশায়িখগণের মাযার যিয়ারত করার মাধ্যমে সম্মানিত হবে। অন্তর অবসর থাকার সময়ে তাদের মাযারে তাদের রূহানীয়াতের দিকে অভিমুখী হবে এবং তাদের প্রকৃতি নিজের মুরশিদের আকৃতিতে ধারণ করে ফয়েয ও বরকত হাসিল করবে। (হাকীকতে তাসাউফ পৃষ্ঠা : ১৫২)

# তাবলীগী নেসাব সম্পর্কে তুয়াইজিরীর বক্তব্য

মাওলানা যাকারিয়া সাহেব 'তাবলীগী নেসাব' কিতাবের রচয়িতা। জনাব تويجرى বলেন, এ কিতাবটিতে রয়েছে শিরক, বিদআত, কল্পনা বিলাসী বর্ণনা এবং প্রচুর পরিমাণে বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস। মূলত: কিতাবটি অনিষ্ঠতা, ভ্রান্তি ও ফিৎনার কিতাব। তাবলীগীগণ ইহাকে তাদের ভ্রান্ততার প্রসারের লক্ষে নিজ পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন: تويجرى তার القول البليغ এর ১১-১২ পৃষ্ঠায় লেখেন-

وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب «تبليغي نصاب» الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمَّى محمد زكريا الكاندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب؛ فهم يعظِّمونه كما يعظم أهل السنة «الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث.

وقد جعل التبليغيُّون هذا الكتيب عمدةً ومرجعاً للهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيَّات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير؛ فهو في الحقيقة كتاب شرٍّ وضلال وفتنة، وقد اتَّخذه التبليغيُّون مرجعاً لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلاً من الأنعام. . .

অনুবাদ: তাবলীগীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে 'তাবলীগী নেসাব' যা তাদের এক নেতা মোহাম্মদ যাকারিয়া কান্দুলবী রচনা করেছেন।
আহলে সুন্নাতের অনুসারীগণ সহীহাইন বা অন্যান্য হাদীসের কিতাবকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন তারা ঐ কিতাবকে অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। তাবলীগীগণ ঐ পুস্তিকাকে তাদের ভারতীয় ও অন্যান্য আজমী অনুসারীদের জন্য খুঁটি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। অথচ এতে রয়েছে অনেক শিরক, বিদআত, অনর্থক কথা, দুর্বল ও জাল হাদীস। বাস্তবে তা হচ্ছে মন্দ, ভ্রষ্টতা ও ফিতনার কিতাব। তাবলীগীগণ ইহাকে তাদের বিদআত ও ভ্রষ্টতার প্রসার ও প্রচারের জন্য নিজেদের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আসলে তারা হচ্ছে চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ১১-১২)

মন্তব্য- তাবলীগীরা মানুষকে আমলের ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাদের গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র একই রকম। তারা তাসাউফের অনেক শুগল-আশগাল যা তাদের পূর্বসূরী বুজুর্গদের কিতাবে বর্ণিত আছে, তা বাদ দিয়ে খাটি তৌহিদী হওয়ার চেষ্টা করছেন। অথচ সলফী ওয়াহাবী আলিমদের মতে তাবলীগী নেসাব কিতাবে রয়েছে অনেক শিরক, বিদআত, অনর্থক কথা, দুর্বল ও জাল হাদীস।

## তাবলীগী নেসাব থেকে ফাযায়িলে দুরূদ বাদ দেয়া সত্ত্বেও সলফী ওয়াহাবীদের নিকট তা গ্রহনযোগ্য হয়নি

ওয়াহাবীরা দেওবন্দী আকাবীরদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে শরীআত বহির্ভূত ও শিরক-কূফর মিশ্রণের অভিযোগ এনেছিল। এমনকি তাদের রচনাবলীতেও শিরক, বিদআত ও কূফরের অভিযোগ তুলেছিল। বিশেষ করে দেওবন্দীদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় যাকারিয়া সাহেবের রচিত তাবলীগী নেসাবের উপর ওয়াহাবীরা মারত্মক আক্রমন করে ।

তাবলীগীরা ওয়াহাবীদের কাছে নিজেদেরকে শিরক বিদআতমুক্ত প্রমানের জন্যে যাকারিয়া সাহেবের প্রণিত মূল নেসাব থেকে ফাযায়িলে দুরূদ অংশ বাদ দিয়ে দেয় । তাবলীগী নেসাব থেকে অন্যান্য অংশ বাদ না দিয়ে ফাযায়িলে দুরূদ অংশ বাদ দেয়ার বিশেষ একটি কারণও হয়তবা আছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

তাবলীগীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের আকাবিরীনের মতার্দশ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এমন অভিযোগ বিশিষ্ট সলফী আলিম তুয়াইজিরীও করেছেন। যেমন- তুয়াইজিরী বলেন-

**أحدها**: أن يُقال: إن المعروف عن التبليغيِّين أنهم كانوا يتجنَّبون كل ما يرون أنه ينفِّر الناس عن متابعتهم والانضمام إليهم، حتى ولو أدَّى ذلك إلى ترك ركن من أركان الإسلام أو واجب من واجباته.

ولهـذا؛ فإنهم يقبلون كُلَّ مَن انضمَّ إليهم من المشـركين وأهـل البدع والفسوق والعصيان، ويكتفون منهم بمجرَّد الانتساب إلى الإسلام، ويتركون كلًّا منهم على ما هو معتاد عليه من شرك أو بدعة أو فسوق أو معصية،

অনুবাদ: তারা যখন দেখেন কোন প্রচার মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করবে অথবা মানুষকে তাদের অনুসরন বিমূখ করবে তখনই তারা তাদের প্রচার থেকে বিরত থাকেন। এমনকি এতে যদি ইসলামের কোন ফরয বা ওয়াজিব বিধান বাদ দিতে হয়, তারা তাও করে থাকেন।

একারণেই তারা মুশরিক, বিদআতী, ফাসিক ও অপকর্মকারীদের সাথে মিশে থাকেন। আর যারাই তাদের এমন শিরক, বিদআত, ফিসক ও অপকর্ম মেনে নিতে পারেন না তাদেরকেই তারা পরিত্যাগ করেন। (আল-কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ২৭৯)

তাবলীগী নেসাব থেকে ফাযায়িলে দুরূদ অংশ বাদ দেওয়ার প্রত্যক্ষ একটি কারণ সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারনা নিতে পারি। সেটি হলো- ওয়াহাবীরা ফাযায়িলে দুরূদের উপর কল্পনাতিত ক্ষিপ্ত ছিল। কেননা মাওলানা যাকারিয়া সাহেব ফাযায়িলে দুরূদে এমন অনেক কিছু লিখেছেন যা ওয়াহাবীদের কাছে শিরক ও বিদআততুল্য। যেমন যাকারিয়া সাহেব ফাজায়িলে দুরূদে লিখেন-

১. নবীর উপর আল্লাহর দুরূদের অর্থ হলো ফিরিশতাদের সামনে নবীর প্রশংসা করা।
২. ফাযায়িলে দুরূদের ৮৬-১৬৬ পৃষ্ঠায় যাকারিয়া সাহেব সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও আউলিয়ায়ে কিরামের বর্ণিত দুরূদসমূহ বর্ননা করেছেন এবং সেগুলো পাঠের ফযীলতও বয়ান করেছেন। ওয়াহাবীদের কাছে যা গুমরাহীর নামান্তর।
৩. যাকারিয়া সাহেব ফাযায়িলে দুরূদের ৯৬ পৃষ্ঠায় দালাইলুল খায়রাত তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করেছেন। ওয়াহাবীদের কাছে দালাইলুল খায়রাত পড়া শিরক।
৪. যাকারিয়া সাহেব ফাযায়িলে দুরূদে আউলিয়ায়ে কিরামের কারামত বর্ণনা করেছেন, ওয়াহাবীদের কাছে যা শয়তানী কর্মকান্ডের সমতুল্য।
৫. যাকারিয়া সাহেব ফাযায়িলে দুরূদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন-নিবেদন করে মাওলানা জামী'র কবিতা উল্লেখ করেছেন। ওয়াহাবীদের কাছে এ সকল কবিতা পড়া শিরক।
৬. যাকারিয়া সাহেব ফাযায়িলে দুরূদ কিতাবে বিভিন্ন দুরূদ পড়ার ফযীলত বর্ণনা করেছেন, এমনকি সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদু' দুরূদটি পড়ার ফযীলত সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা ইমাম ছাখাভী ও হাফিজ ইবনুল কায়্যিম এর কিতাবে বর্ণিত আছে। এটা ওয়াহাবীদের নিকট শিরক

এছাড়াও ফাযায়িলে দুরূদের আরো অনেক বিষয়ে ওয়াহাবীরা শিরক, বিদআতের অভিযোগ এনেছিল। তাবলীগীরা ওয়াহাবীদেরকে খুশি করার জন্যে অথবা

আরবের কাছে নিজেদেরকে নিস্পাপ প্রমাণ করার জন্যে নিজেদের ইমামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ওয়াহাবীদের ফতওয়া মুতাবিক তাবলীগী নেসাব থেকে (ওয়াহাবীদের দৃষ্টিতে শিরক-বিদআত মিশ্রিত) ফাযায়িলে দুরূদ অংশ বাদ দিয়ে দেন।

কিন্তু ওয়াহাবীদের প্রতি তাদের এ সহানুভূতি কোন ফলদায়ক হয়নি, ওয়াহাবীরা তাবলীগীদের গ্রহণ করেনি। কেননা ওয়াহাবীরা তাবলীগী নেসাবের পুরো কিতাবেই শিরক-বিদআতের অভিযোগ এনেছে। এখন তাবলীগীরা হয়ত পুরো নেসাবকেই বাদ দিয়ে দিবেন। তাবলীগীদের এমন কর্মকান্ডকে একটি গল্পের সাথে তুলনা করা যায়। এক মাছ বিক্রেতা একটি সাইনবোর্ড লিখলো "হুনা য়ুবাউস সামাক" অর্থাৎ এখানে মাছ বিক্রয় করা হয়। এক ব্যক্তি বলল এ বাক্যে "হুনা"(এখানে) লিখার প্রয়োজন নেই, মিটিয়ে দাও। সে মিটিয়ে দিল। তারপর বলল "য়ুবাউ" শব্দেরও প্রয়োজন নাই, বাদ দিয়ে দাও। বাদ দেয়া হলো। আবার বলল শুধুমাত্র "সামাক" শব্দের কি প্রয়োজন? এটাও বাদ দিয়ে দাও। ব্যাস! এখন কিছুই রইলো না। অনুরূপভাবে তাবলীগীরা ওয়াহাবীদের ফতওয়া অনুযায়ী নিজেদের আকাবিরদের আদর্শকে এক এক করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। মূল লেখক প্রণিত নেসাব থেকে অন্য কোন অংশ বাদ না দিয়ে কেবল ফাযায়িলে দুরূদ অংশ বাদ দেয়া কি বর্তমান তাবলীগীদের ওয়াহাবী হওয়া প্রমান করে না? তাবলীগীদের স্মরণ রাখা উচিত রাসূল (স:) এর উপর দুরূদ নেসাব থেকে বাদ দিয়ে কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবূল হওয়ার আশা করা যায় না।

## মাওলানা আবুল হাসান নদভী সম্পর্কে التويجرى এর মন্তব্য

নদওয়াতুল উলামা লক্ষৌ এর অধ্যক্ষ, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর অন্যতম সদস্য এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি বোর্ডের তৎকালিন সদস্য শায়খ আবুল হাসান নদভী সাহেব মদীনা মনোয়ারার সন্নিকটস্থ 'বাইতে নুর' নামক স্থানের এক বিশেষ মজলিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য নবী করীম সা. এর সাথে আন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্ক থাকা উচিত। التويجرى এটাকে 'সূফীবাদের কথা, শরীয়ত বিবর্জিত পরিত্যক্ত কথা, বিদআতী কথামালা' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন: القول البليغ এর ১৩৯-১৪০ পৃষ্টায় বলেন-

وذكر محمد أسلم في (ص ٢٥) عن الشيخ أبي الحسن الندوي: «أنه قال لطلبة الجامعة في مجلسه الخاص في بيت نور ولي بالمدينة المنورة: ليكن اتصالكم بالنبي ﷺ اتصالاً قلبياً وعلاقة قلبيّة».

قال محمد أسلم: «كلام الصوفية».

قلت: هٰذا كلام مردود؛ لأنه ليس له أصل في الشرع، ولم يذكر ذٰلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة العلم والهدى من بعدهم، وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين يدندنون حول الغلوّ في النبي ﷺ، ويحومون حول التعلّق به والالتجاء إليه في استجلاب الخير واستدفاع الشر.

وتقدم أيضاً ما ذكره الشيخ محمد تقي الدين الهلالي؛ قال: «أخبرني الثقات أن عليّاً أبا الحسن الندوي كان يجلس في مسجد النبي ﷺ مستقبلاً الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلّم ساعتين وأكثر، فاستغربت هٰذا الأمر، وفهمت أنه استمداد».

قال: «وهٰذا شرك بالله، واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه» انتهى.

وقد فسر الندوي معنى قوله للطلبة: «ليكن اتصالكم بالنبي ﷺ اتصالاً قلبياً وعلاقة قلبيّة»: بما كان يفعله في المسجد النبوي من المرابطة والمراقبة عند قبر النبي ﷺ، وهو أنه كان يجلس في المسجد النبوي مستقبلاً الحجرة الشريفة في غاية الخشوع، لا يتكلّم ساعتين وأكثر.

অনুবাদ: মুহাম্মদ আসলম শায়খ আবুল হাসান নদভী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মদীনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী 'বয়তে নুর' নামক স্থানে এক বিশেষ মজলিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাসূল (সা.) এর সাথে তাদের আত্মিক মিলন ও সম্পর্ক থাকা উচিত।

মুহাম্মদ আসলম ইহাকে সুফীদের বক্তব্য বলেছেন। আমি বলব, ইহা একটি প্রত্যাখ্যাত কথা। শরীয়তে ইহার কোন ভিত্তি নেই। সাহাবী, তাবিঈন বা পরবর্তী হিদায়তপ্রাপ্ত কোন ইমাম বা আলিম তা বলেননি। ইহা কেবল বিদআতীগনের কথা, যারা রাসূল (স.) এর শানে বাড়াবাড়ি করে।

শায়খ তকীউদ্দীন হেলালী এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা পুর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে অনেক সেকাহ বর্ণনাকারী বলেছেন, আবুল হাসান আলী নদভী মসজিদে নববী (স.) এ হুজরা শরীফের দিকে মুখ করে সর্বোচ্চ বিনয়ের সাথে বসতেন। দু'ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত তিনি কোন কথা বলতেন না। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করলাম এবং বুঝলাম যে, তিনি এর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছেন।

তিনি বলেন এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক। বান্দাহ ও তার রবের মধ্যখানে মাধ্যম গ্রহন করা। আর নদভী সাহেব তার ছাত্রদেরকে রাসূল (স.) এর সাথে আত্মিক সম্পর্কের কথা বলেন। কারণ তিনি নিজে মসজিদে নববীতে (কবর শরীফের কাছে) মুরাবাতা ও মুরকাবা করতেন। হুজরা শরীফের দিকে মুখ করে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে বসতেন। দুই ঘন্টা বা তারও বেশী সময় কোন কথাও বলতেন না। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ১৩৯-১৪০)

## নদভী সাহেব সম্পর্কে তুয়াইজিরীর সিদ্বান্ত

নদভী সাহেব মহানবী (স.) এর হুজরা শরীফকে সামনে রেখে মসজিদে নববীতে অত্যন্ত খুশু খুজুর সাথে মুরাকাবা করতেন। জনাব التويجرى ইহাকে আল্লাহর সাথে শিরক বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। যেমন: القول البليغ এর ১৪১ পৃষ্টায় লেখেন-

قلت: ومن الشرك أيضاً خشوع الندوي غاية الخشوع حين مرابطته ومراقبته عند قبر النبي ﷺ، والخشوع نوعٌ من أنواع العبادة؛ فلا يجوز لغير الله.

আমি বলি, নদভী সাহেব রাসূল (স.) এর কবরের পাশে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে যে মুরাকাবা করতেন তা হচ্ছে শিরক। কারণ خشوع এক প্রকারের ইবাদত। আর ইবাদত আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য জায়িয নয়। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ১৪১)

## শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব সম্পর্কে التويجرى এর মন্তব্য

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে নজদী-ওয়াহাবীদের ভ্রান্ত আকিদা তুলে ধরার কারণে التويجرى তাঁকে দাজ্জাল, মাতাল ও তার উপর শয়তান এবং প্রবৃত্তি গালিব হয়ে গেছে ইত্যাদি উপাধিতে ভুষিত করেন। যেমন: তার القول البليغ এর ৭৪ পৃষ্টায় লেখেন-

ومن أكبر مشايخ التبليغيين ودجّاليهم حسين أحمد مؤلف كتاب «الشهاب الثاقب»، وقد ذكره محمد أسلم في (ص ٧) من كتابه المسمى «جماعة التبليغ: عقيدتها وأفكار مشايخها»، وقال: «إنه حنفيٌّ ديوبندي جشتي».

قال: «وهو شيخ الحديث، ورئيس التدريس في دار العلوم بديوبند».

قال: «والديوبنديون يسمونه شيخ الإسلام، وهو من كبار مشايخ جماعة التبليغ».

ثم نقل عنه كلاماً سيئاً ذكره في (ص ٦) من كتابه «الشهاب الثاقب»، طاش فيه عقله، وغلب عليه شيطانه وهواه، فأقذع في سب شيخ الإسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، وما ينقم منه إلا أنه كان شديداً على القبوريين والصوفية وغيرهم من المتلوثين بالشرك والبدع والأحوال الشيطانية التي قد تشبّث بها حسين أحمد وغيره من كبار مشايخ التبليغ وغلبت عليهم، وقد ذكرتُ نموذجاً من ذلك في صفحات مما تقدم قريباً، وسيأتي ذكر نماذج أخر من أقوالهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة إن شاء الله تعالى.

অনুবাদ: তাবলীগীদের প্রধান শায়খ ও তাদের দাজ্জালদের মধ্যে একজন হল الشهاب الثاقب গ্রন্থ প্রণেতা হুসাইন আহমদ। মুহাম্মদ আসলম তার লিখিত جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها গ্রন্থে বলেন- তিনি হচ্ছেন হানফী, দেওবন্দী, চিশতী। তিনি বলেন 'তিনি হচ্ছেন শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ এর প্রধান শিক্ষক, দেওবন্দীগণ তাকে শায়খুল ইসলাম নাম দিয়েছে। তিনি তাবলীগী জামাতের প্রধান শায়খদের একজন। এর পর তিনি الشهاب الثاقب গ্রন্থ থেকে মন্দ কথার উদ্ধৃতি পেশ করেন, যার থেকে বুঝা যায় যে, গ্রন্থ প্রনেতার জ্ঞান লোপ পেয়েছে এবং শয়তান ও তার কামনা তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ কারণে সে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবকে গালি দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এ গালির কারণ হল মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব কবর ও সূফীবাদ এবং অন্যান্য শিরক, বিদআতী কাজ ও শয়তানী অবস্থাসমুহের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন, যে কাজগুলো হুসাইন আহমদ ও অন্যান্য তাবলীগী আলিম করে থাকেন এবং এ আচরন তাদের উপর জয়ী হয়েছে।

এর একটি নমুনা আমি সামনে উল্লেখ করব। তা ছাড়া তাদের বাতিল কথাবার্তা ও ফাসিদ আকিদারও একটি নমুনা পেশ করব। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৭৪)
**মন্তব্য:** তাবলীগীরা শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে শায়খুল ইসলাম বলে থাকেন। অথচ যে সালাফী ওয়াহাবীগণ তার বিরোদ্ধে শিরকী, বিদআতী, দাজ্জালী কাজে লিপ্ত (নাউজুবিল্লাহ) ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকেন, সেই ওয়াহাবীদের প্রশংসা করতে গিয়ে তাদেরকে মহান সংস্কারক ইত্যাদি বলে থাকেন। এটা মাদানী সাহেবের সাথে বে-ইনসাফী আর গাদ্দারী ছাড়া আর কি হতে পারে?

## মাদানী সাহেবের বক্তব্যের জবাবে তুয়াইজিরীর মন্তব্য

মাদানী সাহেব তার الشهاب الثاقب কিতাবে লিখেছেন-খবিছ প্রকৃতির ওয়াহাবীরা الصلوة والسلام عليك يا رسول الله - দুরূদ পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকে। উক্ত উক্তির কারণে التويجرى তাকে চরম মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেন।
যেমন: তার القول البليغ এর ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠায় লেখেন-

ومن الملفّقات التي ذكرها محمد أسلم عن الشيخ حسين: أنه قال في (ص ٦٥) من كتابه «الشهاب الثاقب»: «وقد يسمع من الوهابية أنهم يمنعون عن القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعاً باتّاً، وينفرون من أهل الحرمين، ويستهزئون بهم ويسخرون منهم».

والجواب أن يُقال:

أما قوله: «وقد يسمع من الوهابية أنهم يمنعون عن القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعاً باتّاً»؛ فإنه كلام يحتمل أحد وجهين:

أظهرهما: أن حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من الصلاة والسلام على النبي ﷺ منعاً باتّاً.

فإن كان أراد هٰذا؛ فهو كذّاب أفّاك؛ لأن من عقائد أهل نجد أن صلاة الفرض والنافلة لا تصحُّ إلا بالصلاة على النبي ﷺ في التشهُّد الذي يكون التسليم من الصلاة بعده.

الوجه الثاني: أن يكون حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من العمل في الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ بالكيفية التي ذكرها، وهي أن يقول القائل: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله!

والمنع من هٰذه الكيفية في الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ لم أره في شيء من كتب المحقِّقين من أهل نجد، وعلى فرض وجوده في بعض كتبهم؛ فله وجـه صحيح، وهو أن رسول الله ﷺ قد علَّم أمَّته كيفية الصلاة والسلام عليه، فيُقْتَصَـر على ما جاء عن النبي ﷺ في ذٰلك، ولا يُتَعَدَّى إلى غيره من الألفاظ التي لم ترد عنه ﷺ.

وقد أحدث أهل البدع كيفيَّات كثيرة في الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، وألَّفوا في ذٰلك مؤلَّفات كثيرة، وكثير من الكيفيَّات التي أحدثوها لا تخلو من الشرك والغلوِّ والإطراء الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، وما كان بهٰذه الصفة؛ فإنه لا يجوز العمل به، ويتعيَّن المنع منه.

فإن كان حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من الكيفيَّات التي أحدثها أهل البدع في الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، وهى مما يشتمل على الشرك والغلو والإطراء؛ فهٰذا مما يُمدحون به، ومن ذمهم على المنع من ذٰلك؛ فهو المسيء المذموم.

অনুবাদ: মুহাম্মদ আসলম বলেছেন শায়খ হুসাইন الشهاب الثاقب গ্রন্থে লেখেছে- 'ওয়াহাবীদের কাছ থেকে শুনা যায় যে, তারা الصلوة والسلام عليك يا رسول الله - বলাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেন। তারা হরমাইন শরীফের অধিবাসীদের থেকে আলাদা থাকে এবং তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে।

এর উত্তরে বলা যায় তার উপরোক্ত কথার দুটি দিক। প্রথমত: হুসাইন আহমদ বলতে চান, নজদীরা রাসূল (স.) এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করাকে নিষেধ করে। যদি তিনি তা মনে করেন তাহলে তিনি সর্বাধিক মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী। কারন আহলে নজদের আকীদা হল সর্ব প্রকার ফরয ও নফল

নামাযের তাশাহুদে রাসূল (স.) এর প্রতি সালাত পেশ করতে হয়। তা ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। এর পর নামাযের সালাম ফিরাতে হয়।

দ্বিতীয়ত: হুসাইন আহমদ মনে করেন তার বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ الصلوة والسلام عليك يا رسول الله - বলে দুরূদ পাঠকে নজদীরা নিষেধ করেন। এরূপ নিষেধও আমি নজদী মুহাককিকগণের কোন কিতাবে পাইনি। যদি ধরে নেয়া হয় এরূপ তাদের কোন কিতাবে আছে। তাহলে বলব ইহাই সঠিক। কারণ রাসূল (সা.) যেভাবে তার উপর সালাত ও সালাম পেশ করার কথা শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে করতে হবে। তা থেকে কোন শব্দ বাড়িয়ে বলা যাবে না।

বিদ'আতীগণ রাসূল (সা.) এর প্রতি সালাত ও সালামের নতুন অনেক পদ্ধতি আবিস্কার করেছে এবং এ প্রসঙ্গে অনেক বই লিখেছে। তাদের আবিস্কৃত ঐ পদ্ধতিসমুহের অনেকগুলোই শিরক, ধোঁকা ও আপবাদ থেকে মুক্ত নয় যা থেকে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। এ গুলো তার গুণও নয়, এ গুলোর উপর আমল করা জায়িয নয়, তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

যদি হুসাইন আহমদ মনে করেন, নজদীরা বিদআতীদের আবিস্কৃত শিরক ও অপবাদ সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিগুলোকে নিষেধ করেছে তাহলে তো নজদীরা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। যারা তাদের দোষারোপ করবে তারাই বরং পাপিষ্ট ও নিন্দিত। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৮৪)

# নেদায়ে রাসূল (সা.) সম্পর্কে মাদানী সাহেবের বক্তব্যের জবাবে তুয়াইজিরীর মন্তব্য

জনাব মাদানী সাহেব তার الشهاب الثاقب কিতাবে উল্লেখ করেন 'ওয়াহাবীগণ মুতলক (নি:শর্ত) ভাবে يا رسول الله বলাকে শিরক বলে বিশ্বাস করে এবং ঘোষণা করে থাকে'। এর জবাবে التويجرى সাহেব তাকে মুশরিক, রাসুলের (সা.) ইবাদতকারী এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারীরূপে অভিহিত করেছেন। যেমন: তিনি القول البليغ কিতাবের ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় লেখেন-

ومما ذكره محمد أسلم عن حسين أحمد أنه قال في (ص ٦٥) من كتابه «الشهاب الثاقب»: «والوهابية النجدية يعتقدون وينادون على مرأى ومسمع: ان القول: يا رسول الله! استعانة بغير الله، وهذا شرك».

والجواب أن يُقال: إن كلام حسين أحمد في هٰذه الجملة يدلُّ على أنه كان لا يرى بأساً بدعاء النبي ﷺ، وينكر أن يكون دعاؤه والاستعانة به شركاً، وهٰذا من جهله بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله ﷺ، وأمره أن يدعو الناس إليه وإلى إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، وينهاهم عن الشرك والالتجاء إلى غير الله، ومن الشرك دعاء الأموات؛ كقول القائل: يا رسول الله! أغثني. أو: أنا في حسبك... ونحو هٰذا من العبارات التي يستعملها كثير من المفتونين بالموتى وإشراكهم مع الله في الدعاء وغيره من أنواع العبادة.

وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في الرد على حسين أحمد: «ويلك يا مشرك! فإذا لم يكن: (يا رسول الله!) عبادة؛ فأين العبادة؟! فإذا قلت: يا الله! ارحمني! فقد عبدت الله، وإذا قلتَ: يا رسول الله! أغثني! فقد عبدت الرسول وكفرتَ بالله، والرسول بريء منك» انتهى.

ومن اعتداء حسين أحمد على أهل نجد ومناصرته للشرك والبدع ما ذكره عنه محمد أسلم: أنه قال في (ص ٦٧) من كتابه «الشهاب الثاقب»: «الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ خير الأنام وقراءة «دلائل الخيرات» و«قصيدة البردة» و«القصيدة الهمزية»، وجعلها ورداً: أمر قبيح جدّاً».

অনুবাদ: মুহাম্মদ আসলাম উল্লেখ করেছেন, হুসাইন আহমদ الشهاب الثاقب গ্রন্থে বলেছেন, ওয়াহাবী নজদীরা বিশ্বাস করে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রচার করে যে, يا رسول الله বলার অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করা, যা শিরক।

এর উত্তরে বলা যায়, হুসাইন আহমদ এর এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা রাসূল (সা.) কে ডাকার মধ্যে কোন অসুবিধা মনে করেন না। তাকে ডাকা ও তাঁর মধ্যমে সাহায্য চাওয়াকে শিরক মনে করেন না। ইহা তাওহীদ সম্পর্কে তার মুর্খতা, যে তাওহীদ দিয়ে আল্লাহ রাসূল (সা.)কে প্রেরণ করেছেন এবং মানুষকে

তাওহীদের পথে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সর্ব প্রকার ইবাদত তাঁর জন্য নির্ধারিত করার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন।

আর শিরকের মধ্যে একটি হল মৃত ব্যক্তিকে ডাকা। যেমন কেউ বলল يا رسول اغثنى الله বা حسبك انا فى জাতীয় শব্দ, যেগুলো ফিতনাবাজরা মৃতদের উদ্দেশ্যে বেশী বেশী করে ব্যবহার করে। এগুলো শিরক ও ইবাদত।

শায়খ তকীউদ্দীন হেলালী হুসাইন আহমদ এর মতামত প্রত্যাখ্যান করে বলেন 'তোমার ধ্বংস হউক, হে মুশরিক। يا رسول الله বলা যদি ইবাদত না হয়, তাহলে ইবাদত আর কি? যখন তুমি বলবে يا الله ارحمنى তখন তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে। আর যখন বলবে يا رسول الله اغثنى তখন তুমি রাসুলের ইবাদত করবে, আর আল্লাহর সাথে কুফরী করবে। রাসূল (সা.) তোমার থেকে মুক্ত।

নজদীদের সাথে হুসাইন আহমদের বাড়াবাড়ি ও শিরক বিদআতে সীমা লঙ্ঘনের একটি হল যা মুহাম্মদ আসলম উল্লেখ করেছেন। হুসাইন আহমদ الشهاب الثاقب গ্রন্থে বলেছেন " খবিছ ওহাবীগণ রাসূল (সা.) এর প্রতি বেশী সালাত পেশ এবং দালাইলুল খায়রাত, কসীদায়ে বুরদা, কসীদায়ে হামযিয়া তিলাওত করা অতন্ত মন্দ কাজ মনে করে"। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯)

মন্তব্য: আমরা দেখি দেওবন্দী অনেক উলামায়ে কিরাম লা-মাযহাবী সালাফীদের অনুকরণে অনুপস্থিতিতে রাসূল (সা.)- কে সম্মোধন করাকে নিঃশর্তভাবে শিরক বিদআত ফতোয়া দিয়ে থাকেন। অথচ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব হাজির নাজির এর আকীদা ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর অনুপস্থিতে সম্বোধন করা এবং তার কাছে আবেদন নিবেদন করাকে নাজায়িয মনে করা খবীস ওহাবীদের কাজ বলে মনে করেন।

কিছু সংখ্যক উলামায়ে দেওবন্দ নামধারী আলিম বলে থাকেন, রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করা নাজায়িয। তাদের অনেকে আবার আরবী ব্যাকরণের দোহাই দিয়ে বলে থাকেন দূরবর্তী কাউকে 'ইয়া' দ্বারা সম্বোধন করে আহ্বান করা আরবী ব্যাকরণ বহির্ভূত। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যারা ফতওয়া দিয়ে থাকেন যে, রাসূল (সা.) কে 'ইয়া' দ্বারা আহ্বানকারী তথা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে সম্বোধনকারী মুশরিক (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ এ সব তথাকথিত দেওবন্দী নামধারী ওয়াহাবীদের জানা উচিৎ- দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের উপর ওয়াহাবী হওয়ার অভিযোগ খন্ডন করতে গিয়ে সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে লিখেন-

রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও অবস্থা আছে; যার অনেকটাই বৈধ। রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করার বৈধ পন্থা সমূহ হলো ঃ

১. মানুষ যখন কোন বিপদে বা কষ্টে পড়ে তখন তার মা-বাবাকে আহ্বান করে। অনুরূপভাবে যদি কেউ রাসূল (সা.) কে আহ্বান করে তাহলে নিঃসন্দেহে জায়িয।
২. দুরূদ শরীফের মধ্যে রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করা।
৩. ইশক ও মহব্বতের যোশে রাসূল (সা.) কে আহ্বান করা।
৪. আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-এর কাছে আহ্বান শুনাবেন; এমন আকীদা নিয়ে রাসূল (সা.) কে আহ্বান কর। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্টা ঃ ৮৪-৮৫)

উল্লেখিত পদ্ধতি ও অবস্থায় রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করা (ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা) জায়িয। ওয়াহাবী-সালাফীরা ঢালাওভাবে রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করা নাজায়িয ও শিরক বলে থাকে। এ প্রসঙ্গে মাদানী সাহেব বলেন-

وہابیہ خبیثہ یہ صورتیں نہیں نکالتے اور
جملہ انواع کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہابیہ کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ وہ الصلوۃ والسلام
علیک یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس ندا اور
خطاب پر کرتے ہیں۔ اور ان کا استہزا اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں
حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغہ
خطاب و ندا کیوں نہ ہوں مستحب و مستحسن جانتے اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں

অনুবাদঃ খবীস ওয়াহাবীরা রাসূল (সা.) কে আহ্বান করার উল্লেখিত জায়িয পন্থা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে সার্বিকভাবে সকল পন্থাকে নিষেধ করে। আরবের ওয়াহাবীদের কাছ থেকে অনেকবার শুনা গেছে যে, তারা الصلوة والسلام عليك يا رسول الله বলাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করার কারণে তারা মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিপাত করত, তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত এবং কটুক্তি করত। অথচ আমাদের মহান বুযুর্গগণ বৈধ সকল পদ্ধতিতে রাসূল (সা.) কে সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহার করে দুরূদ পাঠ করাকে মুসতাহাব ও মুসতাহসান মনে করতেন। এমনকি তাদের অনুসারীদেরকেও এ সকল দুরূদ পড়ার কথা বলতেন। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্টা- ৮৫)

দেওবন্দী সিলসিলার মধ্যে রাসূল (সা.)কে সম্বোধন করে আহ্বান করা এবং কবিতার মাধ্যমে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার রীতি তাদের বুযুর্গদের কাছ থেকে প্রচলিত ছিল। এমনকি তারা এসব কবিতা ওযীফা হিসাবেও পাঠ করতেন এবং তাদের মুরিদদের পাঠ করার ইজাযত দিতেন। এ প্রসঙ্গে সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার আশ শিহাবুস সাকিব কিতাবে লিখেন-

۸ وہابیہ خبیثہ صلوٰۃ و سلام و درود بر خیر الانام علیہ السلام اور قرأت دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ و قصیدہ ہمزیہ وغیرہ اور اس کے پڑھنے اور اس کے استعمال کرنے و ورد بنانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کو قصیدہ بردہ میں شرک وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں مثلاً

یا اشرف الخلق ما لی من الوذ بہ     سواک عند حلول الحادث العمم
اے افضل الخلق تیرا کوئی نہیں جس کی پناہ پکڑوں     بجز تیرے بر وقت نزول حوادث

حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اپنے متعلقین کو دلائل الخیرات وغیرہ کی سند دیتے رہتے ہیں اور ان کو کثرت درود و سلام و تحزیب و قرأت دلائل وغیرہ کا امر فرماتے رہے ہیں۔ ہزاروں کو مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہما نے اجازت عطا فرمائی اور مدتوں خود بھی پڑھتے رہے ہیں اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مثل شعر بردہ فرماتے ہیں

مدد اے کرم احمدی کہ تیرے سوا     نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے..... تو کون پوچھے گا     بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار

حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم و مغفور دیوبندی نے فہم عوام کے واسطے قصیدہ بردہ کی اردو میں شرح فرمائی اور اس کو باعث سعادت خیال فرمایا۔ غرض ہمیشہ یہ سلسلہ اکابران سب کی قرأت وغیرہ کی اجازت دیتے رہے۔

অনুবাদঃ খবীস ওয়াহাবীরা রাসূল (সা.)-এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ, দালাইলুল খায়রাত, কাসিদায়ে বুরদাহ, কাসিদায়ে হামাযিয়াহ ইত্যাদি পাঠ করাকে জঘন্য এবং নিন্দনীয় কাজ বলে মনে করে। কাসিদায়ে বুরদাহর কোন কোন পংক্তিকে শিরকের সাথে সম্পৃক্ত করে। যেমন (কাসিদায়ে বুরদাহর একটি পংক্তি হলো)

يا اشرفِ الخلق مالي من الوذبه + سواك عند حلول الحادث العمم

-হে সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনি ছাড়া আমার আর এমন কেউ নেই; যার কাছে আমি আমার কঠিন বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

অথচ আমাদের বুযুর্গানে কিরাম তাদের অনুসারীদের দালাইলুল খায়রাত ইত্যাদি পাঠ করার সনদ দিয়েছেন এবং তাদেরকে বেশি বেশি দুরূদ পড়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাজার হাজার মানুষকে গঙ্গুহী সাহেব ও থানবী সাহেব দালাইলুল খায়রাত পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন নিজেও পাঠ করেছেন। নানুতুবী

সাহেবও কাসিদায়ে বুরদাহর উপরোল্লিখিত পংক্তির অনুরূপ কবিতা রচনা করেছেন।
যেমন- "আহমদী করুনা দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন, আপনি ছাড়া অসহায় কাসিমের কোন রক্ষক নেই। আপনি যদি আমাকে গণ্য না করেন তাহলে আর কে আমাকে গণ্য করবে? আপনি ছাড়া কে হবে আমার দুঃখ দূরকারী?"

হযরত যুলফিকার আলী মরহুম ও মগফুর দেওবন্দী সাধারণ মানুষের বোধগম্যের জন্য কাসিদায়ে বুরদাহর উর্দু অনুবাদ করেন এবং এটাকে নিজের সৌভাগ্যের কারণ মনে করতেন। মোটকথা, সব সময় বুযুর্গানে দীন এসবের ইজাযত দিতেন, ওযীফা হিসাবে পাঠ করতেন। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭)

মাদানী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো- উলামায়ে দেওবন্দ দালাইলুল খায়রাত, কাসীদায়ে বুরদাহ ইত্যাদি ওযীফা হিসাবে পাঠ করতেন। আর কাসীদায়ে বুরদায় অনেকবার রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করা হয়েছে, তার কাছে বিভিন্ন আবেদন-নিবেদন করে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। রাসূল (সা.) কে সম্বোধন করে আহ্বান করা তথা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা যদি নাজায়িয হতো তাহলে উলামায়ে দেওবন্দ কেন এই নাজায়িয কাজকে ওযীফা হিসাবে পাঠ করতেন?

## শায়খ কাছিম নানুতুবী সাহেবের কয়েকটি কবিতা

হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব الشهاب الثاقب গ্রন্থে কাসিম নানুতবী সাহেবের একটি দীর্ঘ কবিতা উল্লেখ করেছেন, যেখানে নানুতবী সাহেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শাফাআত ও সাহায্য চেয়েছেন। নিম্নে এর কয়েকটি লাইন উল্লেখ করছি।

یہ سن کر آپ شفیع گناہگاراں ہیں ☆ کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہوں کے انبار
بکثیل جرم اگر آپ کی شفاعت ہو ☆ تو قاسمی بھی طریقہ صوفیاں میں شمار
☆ تجھے شفیع کہے کون اگر نہ ہو بدکار    گناہ کیا ہیں اگر کچھ گناہ کئے میں نے.
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا ☆ نہیں ہیں قاسم بیکس کا کوئی حامی کار
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا ☆ بنے گا کون ہمارا ترے سوا غم خوار

-আপনি গোনাহগারদের সুপারিশকারী জেনে আমি গোনাহর বোঝা একত্রিত করলাম। আপনার শাফাআত যদি অন্যায়ের জিম্মাদার হয়ে থাকে, তাহলে কাসিমীও হতে পারে সূফীদের অন্তর্ভূক্ত। গোনাহ করেছি: যদি আমি গোনাহ করেই থাকি তা হলে (জেনে রাখুন) গোনাহগার না থাকলে আপনাকে সুপারিশকারী কে বলবে? হে করমে আহমদী! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ আপনি ছাড়া অসহায় কাসিমের কোন রক্ষাকারী নেই। যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন, তা হলে আর কে গ্রহণ করবে? আপনি ছাড়া কে হবে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল? (الشهاب الثاقب: ص ٢٣)

# অনুপস্থিতকে সম্বোধন করা সম্পর্কে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (র.) এর বক্তব্য

অনুপস্থিতকে সম্বোধন করা সম্পর্কে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রহ.) এর বিশিষ্ট ছাত্র সাইয়িদ আহমদ রেজা বিজনূরী ملـفـوظـات محدث كشـمـيـرى গ্রন্থে বলেন- আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রহ.) বুখারী শরীফের দরস দিচ্ছিলেন। এক সময় তিনি হযরত হাসসান বিন সাবত রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর কবিতা-

رسول الله ضاق بنا الفضاء ☆ وجل الخطب وانقطع الاخاء

فان ابى والدتى وعرضى ☆ لعرض محمد منكم وفاء

উল্লেখ করলে তাঁর এক ছাত্র প্রশ্ন করলেন, يا رسول الله বলা জায়িয আছে কি না? জবাবে তিনি বললেন, জায়িয আছে। বলা হল কেন? তিনি বললেন- তেরশ' বছর ধরে السلام عليك ايها النبى বলা হয়ে আসছে।
মূর্খদের একথাও জানা নেই যে, সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য কি? দৃশ্য জগতের কোন কিছুকে সম্বোধন করার অর্থই তারা জানে না।
এর পর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। আমি অন্য একটি মলফূজে তার দেয়া ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অর্থাৎ সম্বোধনটা হবে অন্তরে উপস্থিত থাকার কারণে। ( ملفوظات محدث كشميرى পৃষ্ঠা- ২৩৮)

# রাসূল (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে মাদানী সাহেব ও ওয়াহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

জনাব মাদানী সাহেব তাঁর الشهاب الثاقب গ্রন্থে ওয়াহাবীদের দোষারোপ করতে গিয়ে বলেন, "ওয়াহাবীরা মনে করে রাসূল (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত (মীলাদ শরীফ) আলোচনা করা মন্দ কাজ ও বিদআত। " জনাব التويجرى তাঁর এ বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তার القول البليغ فى التحذير من جما عة التبليغ গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় ইহাকে নাসারাদের কাছ থেকে গৃহীত বিদআত বলে অভিমত পেশ করেন। যেমন- তিনি লেখেন-

وقد ردَّ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي على هٰذا الاعتراض، فقال في (ص ٣٤) : «مقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة المولد المأخوذة من النصارى في أواسط القرن الرابع الهجري، أخذها منهم أبو القاسم العزفي من أهل سبتة، ولم يأخذها من بعيد؛ فإن سبتة مجاورة للأندلس، وأهلها نصارى.

فيقال له: هٰذا المولد المقتَبَس من النصارى؛ مَن أحدثه؟ هل هو سنّة أو بدعة؟ هل فعله رسول الله ﷺ أو الصحابة أو التابعون أو الأئمة المجتهدون أو أهل الحديث ـ كالسفيانين وعبدالله بن المبارك ومالك وأحمد والبخاري ومسلم ـ؟ حاشاهم من ذلك.

অনুবাদ: শায়খ মুহাম্মদ তকী উদ্দীন হেলালী এই অভিযোগের জবাবে বলেন, তার উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাতকে দোষারোপ করা এই জন্য যে, তারা মীলাদ অস্বীকার করেন, যে মীলাদ হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাসারাদের গৃহীত বিদ'আত। আহলে সিবতার আবুল কাশিম আযাফী তা গ্রহন করেন। সিবতা স্পেনের প্রতিবেশী। আর স্পেনের অধিবাসীরা হল খ্রীস্টান। সুতরাং তাকে বলা হবে, মীলাদ নাসারাদের কাছ থেকে এসেছে। তাহলে কে এটা আবিস্কার করল। এটা সুন্নত না বিদআত? রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বা হাদীস বিশেষজ্ঞ দুই সুফিয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, মালিক, আহমদ, বুখারী, মুসলিম এরা কি ঐ আমল করেছেন? তারা এর থেকে বেঁচেছিলেন। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৯৮)
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি মাদানী সাহেব রাসূল (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনাকে ভাল কাজ মনে করেন। আর এর বিরোধীতাকে খবীস ওয়াহাবীদের কাজ বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে ওয়াহাবী তুয়াইজিরীরা এটাকে ইহুদী নাসারার আবিস্কৃত কাজ মনে করেন।
দেওবন্দীরা তাদের আকাবীরদের পীর ও মুর্শিদ হযরত ইমদাদ উল্লাহ মক্কী সাহেবের পছন্দনীয় একটি আমলকে (মীলাদের কিয়াম) অবজ্ঞার সহিত উল্লেখ করেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ইমদাদুল্লাহ মক্কী সাহেবের কিয়াম অনর্থক ছিল। মীলাদ ও কিয়ামের বিরোধিতার জন্য তারা ইমদাদুল্লাহ মক্কী সাহেবের কিয়ামকে তুচ্ছ মনে করলেও দেওবন্দীরা মীলাদ আস্বীকার করতে পারবেন না। কেননা দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব রাসূল (সা.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনাকে উত্তম কাজ এবং এর বিরোধিতা করাকে খবীস ওয়াহাবীদের কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

মাদানী সাহেবের অনুসারীরা যদি মীলাদ তথা রাসূল (সা.)-এর জন্ম বৃত্তান্তের মাহফিলকে উত্তম মনে করতো তাহলে জীবনে অন্তত একবারও মীলাদ তথা রাসূল (সা.)-এর জন্ম বৃত্তান্তের মাহফিল করে এর প্রমাণ করতো।

# التويجرى কর্তৃক নজদী-মাদানী সাহেবদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা

التويجرى সাহেব মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে স্বীয় গ্রন্থে নজদীকে মুজাদ্দিদ ও শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বলে অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে মাদানী সাহেবকে শিরক, বিদআত ও ফাসিদ আকিদায় নিমজ্জিত বলে মন্তব্য করেন।
যেমন: তার القول البليغ এর ৭৫ পৃষ্ঠায় লেখেন-

فأما شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب؛ فإنه كان متمسكاً بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدى من بعدهم، وكان من الأئمة المصلحين الذين بذلوا جهدهم في تجديد الدين ونشر السنة، وكان محارباً للشرك ووسائله وللبدع وأهلها.

وأما حسين أحمد؛ فإنه كان من المتلوثين بالشرك والبدع والعقائد الفاسدة. فكان مع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في طرفي نقيض، وكانت حال كل منهما في الدين مخالفة لحال الآخر؛ فلهذا تسلّط على شيخ الإسلام، وبالغ في سبّه وسبِّ أتباعه والافتراء عليهم، وسيقف معهم بين يدي حكم عدل يأخذ للمظلومين حقوقهم من الظالمين المعتدين.

অনুবাদ: শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ছিলেন কিতাব সুন্নাহর ধারক। সলফে সালিহীন, সাহাবা, তাবিয়ীন ও হেদায়তের ইমামগনের ধারক ছিলেন। তিনি সৎকর্মশীল ইমামদের একজন ছিলেন যারা নিজেদের চেষ্টাকে ব্যয় করেছেন দ্বীনের সংস্কার ও সুন্নাহর প্রসারে। আর তিনি ছিলেন শিরক ও উহার মাধ্যম এবং বিদআত ও বিদআতীর বিরোদ্ধে এক যোদ্ধা।
পক্ষান্তরে হুসাইন আহমদ ছিলেন শিরক, বিদআত ও ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী। সুতরাং শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ও তার অবস্থান ছিল পরস্পর বিপরীতমুখী। ধর্মীয় দিক থেকেও একে অপরের বিপরীত স্থানে অবস্থানরত। এ কারনেই তিনি শায়খুল ইসলামের উপর চড়াও হয়েছেন। তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে চুড়ান্ত ভাষায় গালি দিয়েছেন এবং তাদের উপর অপবাদ আরোপ করেছেন। অচিরেই সে তাদের সাথে একজন ন্যায় পরায়ন

বিচারকের সামনে দাঁড়াবে, যিনি যালিম ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের কাছ থেকে মযলুমের হক উদ্ধার করে দেবেন। (আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ৭৫)
মন্তব্য- কিছু সংখ্যক দেওবন্দী আলিম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদীর খুবই প্রশংসা করেন। পক্ষান্তেরে নজদীর অনুসারীরা মাদানী সাহেবকে শিরক, বিদআত ও ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী মনে করে থাকেন।

দেওবন্দীদের অনেকেই নিজেদেরকে ওয়াহাবী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এমনকি উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিরোধীতা করতে গিয়ে কখনো ওয়াহাবীদের প্রশংসায় লিপ্ত হন। আবার যখন তারা আহলে হাদিস সালাফীদের বিরোধীতা করেন তখন ওয়াহাবীদের বদ আকীদা ও দীনের নামে দীন নষ্ট করার অপচেষ্টার বিবরণ দিয়ে থাকেন। নিচে আমরা বাংলাদেশের দেওবন্দ খ্যাত হাটহাজারী মাদরারসার মুফতি জসিম উদ্দীনের লেখা 'সাইফুল মুকাল্লিদ' পুস্তক থেকে এর কিছু নমুনা পোশ করছি। তিনি লিখেন-

## এই ফেরকাকে ওয়াহাবী কেন বলা হয়?

যেহেতু ঐ যুগে আরবে আব্দুল ওয়াহহাবের দল হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব গরম করে রেখেছিল, অনেক মাজার ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং সৌদি সরকার নবী (সা.) এর মাজারকেও ভেঙ্গে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে লিপ্ত হয়নি। তারা আইন করেছিল ওয়াহাবীগণ ব্যতিত অন্য কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর উসমানীগণকে হজ্জ থেকে বাধাঁ প্রদান করে। সেই যুগে কয়েক বছর হজ্জব্রত পালন থেকে অনেক মানুষ মহরুম হয়। শাম ও আজমের অনেক মানুষের ভাগ্যে হজ্জ পালন সম্ভব হয় নি। (তরজুমানে ওয়াহাবী-৭০)

তারা আরব অধিবাসী বিশেষ করে হরমাইন শরুফাইনের অধিবাসীদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। (তরজুমানে ওয়াহাবী-৪০)

এই ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের বিপরীত যথেষ্ট অরাজকতা ছিল। আর লা-মাযহাবীদের অধিকাংশ মাসায়িল আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর মাযহাব মোতাবেক হয়। এজন্যই তাদেরকে ওয়াহাবী বলা হয়। কিন্তু মৌলভী ফজলে রসূল বাদায়ুনী তার প্রতিদ্বন্ধীদের কুখ্যাতির জন্য মুজাহিদগণকে ওয়াহাবী বলা শুরু করেছে। (তরজুমানে ওয়াহহাবী-৪৭/৪৪)

(সাইফুল মুকাল্লিদ লি কিতায়ি ওয়াসওয়াসি গায়রিল মুকাল্লিদ: মুফতি জসিম উদ্দীন, পৃষ্ঠা: ৭৩)

## নজদী ওয়াহাবীগণ সম্পর্কে মাদানী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী ও বর্তমান দেওবন্দীগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

অধিকাংশ দেওবন্দী আলিম উলামাগণকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী ও তার মতবাদের প্রশংসা করতে দেখা যায় অথচ তাদেরই পুর্বসুরী শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব এর ভ্রান্ত আক্বিদা সম্পর্কে তার লিখিত 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে লিখেন-

(۴) شانِ نبوت وحضرتِ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماثل ذاتِ سرورِ کائنات خیال کرتے ہیں اور نہایت تھوڑی سی فضیلت زمانہ تبلیغ کی مانتے ہیں اور اپنی شقاوتِ قلبی وضعفِ اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہم عالم کو ہدایت کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام کا کوئی حق اب ہم پر نہیں اور نہ کوئی احسان اور فائدہ ان کی ذاتِ پاک سے بعد وفات ہے۔ اور اسی وجہ سے توسل دعا میں آپ کی ذاتِ پاک سے بعد وفات ناجائز کہتے ہیں۔ ان کے بڑوں کا مقولہ ہے۔ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد۔ کہ ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذاتِ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہم کو زیادہ نفع دینے والی ہے ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں۔ اور ذاتِ فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے مقابلہ میں ان ہمارے حضراتِ اکابر کے اقوال عقائد کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جملہ حضرات ذاتِ حضورِ پُرنور علیہ السلام کو ہمیشہ سے واسطہ فیوضاتِ الٰہیہ ومیزابِ رحمتِ غیر متناہیہ اعتقاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے اب تک جو جو رحمتیں عالم پر ہوئی ہیں اور ہوں گی عام ہے کہ وہ نعمت وجود کی ہو یا کسی قسم کی۔ ان سب میں آپ کی ذاتِ پاک اسی طرح پر واقع ہوئی ہے کہ جیسے آفتاب سے نور چاند میں آیا ہو اور چاند سے نور ہزاروں آئینوں میں غرض کہ حقیقتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ واسطہ جملہ کمالاتِ عالم وعالمیاں ہے یہی معنی لولاک لما خلقت الافلاک اور اول ما خلق اللہ نوری اور انا نبی الانبیاء وغیرہ کے ہیں اس احسان وانعام عام میں

অনুবাদ: শানে নবুয়ত ও রিসালত (সা.) সম্পর্কে ওয়াহাবীগণ অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে থাকে এবং তারা নিজেদেরকে সরওয়ারে কায়েনাত (সা.) এর সমান মনে করে। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচারকালীন জীবনে সামান্য ফযীলত ছিল বলে মেনে নেয়। তারা তাদের হতভাগ্য অন্তর ও দুর্বল বিশ্বাসের কারণে মনে করে যে, তারাই বিশ্ববাসীকে হেদায়ত করে সঠিক পথে নিচ্ছে। তাদের ধারণা, এখন আমাদের উপর রাসূল (সা.) এর কোন হক এবং কোন ইহসান নেই। তাছাড়া তার যাতে পাক হতে কোন উপকারিতা পাওয়ার নেই। একারণে মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর দু'আর মধ্যে তাঁর সত্বার ওসীলা গ্রহণকে তার নাজায়িয বলে থাকে। তাদের প্রবীণদের কথা হল: (নাউজুবিল্লাহ, কুফরী মতবাদ উল্লেখ করা কুফরী নয়।) " আমাদের হাতের লাঠি সরওয়ারে কায়েনাত (সা.) হতে আমাদের বেশী উপকারে আসে। কারণ তা দিয়ে আমরা অন্তত: কুকুর তাড়াতে পারি। অথচ (ইন্তেকালের পর) মহানবী (সা.) এর যাতে পাক দ্বারা তাও সম্ভব নয়। (নাউজুবিল্লাহ)। এখন এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পুর্বসূরী উলামায়ে কিরামের মতবাদ ও আক্বীদা উল্লেখ করছি। তাঁরা সকলেই মহানবী (সা.) এর সত্ত্বাকে সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ, অসংখ্যা অগণিত রহমত লাভের ঝর্ণা ধারা বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ববাসীর উপর যত রহমত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবতীর্ণ হবে- হউক তা অস্তিত্বশীল বা অন্য রকম- সকলের মধ্যে মহানবী (সা.) এর যাতে পাক এমনভাবে সম্পৃক্ত, যেমন সূর্য হতে চন্দ্র আলোকিত হয় এবং চন্দ্র হতে আলো হাজার হাজার কাঁচখন্ডে বিকশিত হয়। মোট কথা, হকীকতে মুহাম্মদীয়া (সা.) হচ্ছেন বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর সম্পুর্ণ পরিপুর্ণতা লাভের মাধ্যম। একথাই প্রকাশ পায় নিম্নবর্ণিত হাদীস সমুহে-

لولا ك لما خلقت الافلاك - যদি আপনি না হতেন, তাহলে আমি সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করতাম না।

اول ما خلق الله نوری - আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নুর সৃষ্টি করেছেন।

انا نبی الانبیاء - আমি নবীগণের নবী।

মহানবী (সা.) এর এই ইহসান ও দান ব্যাপক। সমগ্র বিশ্ব তাতে অংশীদার। (আশ-শিহাবুস সাকিব- পৃষ্ঠা: ৬৪)

# শেখ রশীদ আহমদ সাহেবের পীরকে رحمة للعالمين বলার কারণে তুয়াইজিরীর অভিযোগ

যেমন তুয়াইজিরী তার القول البليغ কিতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় লেখেন-

قال محمد أسلم نقلاً عن بعض مؤلفات التبليغيين: «لما توفي الحاج إمداد الله؛ كان - يعني: رشيد أحمد الذي هو من تلاميذ إمداد الله - يذكره دائماً ويقول: آه رحمة للعالمين. . . آه رحمة للعالمين».

قلت: قد أخطأ الكنكوهي خطأ كبيراً في وصف شيخه إمداد الله بالصفة التي وصف الله بها رسوله محمداً ﷺ وخصَّه بها دون غيره، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾؛ فهٰذه الصفة لا تصلح إلا للنبي ﷺ، ولا تصلح لغيره، إذ ليس أحد يدانيه في هٰذه الصفة، فضلاً عن أن يكون مساوياً له فيها؛ كما يفهم ذٰلك من كلام الكنكوهي الذي بلغ به الجهل والغلو في شيخه إمداد الله إلى أن وصفه بصفة النبي ﷺ، وجعله مساوياً له في عموم الرحمة للعالمين.

অনুবাদ: মুহাম্মদ আসলম তাবলীগের বিভিন্ন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে লেখেন যখন ইমদাদ উল্লাহ ইন্তিকাল করেন তখন তার অন্যতম ছাত্র রশিদ আহমদ তাকে সব সময় স্মরণ করতেন আর বলতেন আহ! রহমাতুল্লিল আলামীন আহ! রাহমাতুল্লিল আলামীন। আমি বলি গঙ্গুহী সাহেব তার শায়খকে এমন গুনে গুনান্বিত করে মারাত্মক ভুল করেছেন। কারণ এমন গুনে ভুষিত করেছেন যা দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কে গুণান্বিত করেছেন। যেমন- আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন- وما ار سلناك الا رحمة للعالمين - সুতরাং এমন বিশেষন নবী ছাড়া কারও জন্য সঠিক নয়। কারণ অন্য কেউ এ বিশেষনে নবীর কাছাকাছিই নয়। তার সমান হওয়াতো দূরে থাক। যেমনি ভাবে বুঝা যায় গঙ্গুহী সাহেবের কথায়, যা চরমসীমার মুর্খতা। এর দ্বারা তিনি স্বীয় শায়খকে রাহমাতুল্লিল আলামীনের সমকক্ষ করে দিয়েছেন।

(আল কাউলুল বালীগ, পৃষ্ঠা: ১১২)

# মুর্শিদের রূহানী শক্তির চেয়ে রাসূলে পাক (সা.) এর রূহানী শক্তি আরো অনেক শক্তিশালী মনে করা ঈমানী দায়িত্ব

অনেক দেওবন্দী আলিম তথাকথিত তৌহিদি ওয়াহাবীদের অনুকরণে খারিজীদের মতো রসূল (সা.) এর সহিত রূহানী সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতিকে শিরক বলে থাকেন। আমরা তাদের এসব উক্তির জবাবে তাদেরই আকাবিরদের মধ্য থেকে তাবলীগী নেসাবের প্রণেতা শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের 'শরীয়ত ও তরিকত কা তালাযুম' কিতাব থেকে নিজ পীরের সাথে রূহানী সম্পর্ক স্থাপনের ব্যপারে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। কারণ মুর্শিদের সাথে সম্পর্কের চেয়ে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হওয়া উচিত।

যাকারিয়া সাহেব লিখেন-

কুতবুল আলম হযরত মাওলানা আলহাজ্জ ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী (র.) এর বিশেষ খলীফা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান ও অতুলনীয় আলিম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেব নানুতবী (র.) কে লিখেন, সময় পেলে ফজর বা মাগরিব কিংবা ইশার নামাযের পর কোন নির্জন কামরায় বসবেন এবং সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধমের (হযরত হাজী সাহেবের) কল্পনা করবেন। আর মনে করবেন যে, শায়খের সামনে বসা আছি। এভাবে বসে মধ্যম উঁচু আওয়াজে "নফী ইসবাতের" (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর) যিকির এক দুই ঘন্টা করবেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (র.) অন্য এক চিঠিতে হযরত নানুতবী (র.) কে লিখেন, ফজর কিংবা মাগরিব নামাযের পর সুযোগ হলে কিছুক্ষণ মুরাকাবা করবেন। মুরাকাবার সময় এ খেয়াল করবেন যে, যেন আপন শায়েখের সামনে বসা আছি এবং মুরশিদের কলব থেকে আমার কলবে কোন একটা জিনিস আসছে। ইনশাআল্লাহ এদিক থেকেও (হযরত হাজী সাহেবের দিক থেকে) আপনার প্রতি মনোযোগ দেয়া হবে। নিশ্চিত থাকুন! আল্লাহ পাকের দয়া শামিলে হাল হলে এ মুরাকাবায় অনেক উপকার হবে। (শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম-পৃষ্ঠা: ১৮৪)

তিনি কিছু অগ্রসর হয়ে লিখেন- একদা 'পীরের ধ্যানের' মাসআলা নিয়ে আলোচনা চলছিল। তখন হযরত গঙ্গুহী (র.) খুব আবেগ ও জোশের সাথে বললেন, বলব? সবাই বললেন, হযরত! বলুন। পুনরায় তিনি বললেন, বলব? সবাই বললেন হযরত! বলুন। পুনরায় তিনি বললেন, বলব? সবাই বললেন,

হযরত! বলুন! তখন তিনি বললেন, আমার পীর হযরত ইমদাদুল্লাহ সাহেবের চেহারা পূর্ণ তিন বৎসর আমার কলবে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা না করে আমি কোন কাজ করিনি। পরে হযরতের আবেগ ও জোশ আরো বেড়ে গেল। ফলে তিনি আবার বললেন, বলব? সবাই বললেন, হযরত! অবশ্যই বলুন! তখন হযরত গঙ্গুহী (র.) বললেন, এত বৎসর হয় (বর্ণনা কারীর বৎসরের সঠিক পরিমাণ মনে নেই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কলবে ছিলেন এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আমি কোন কাজ করিনি। একথা বলার পর হযরত গঙ্গুহী (র.) এর আবেগ ও জোশ আরো বেড়ে গেল। তখন তিনি আবার বললেন, আরো বলব? সবাই বললেন, হযরত! বলুন! কিন্তু তখন হযরত গঙ্গুহী (র.) চুপ হয়ে গেলেন। সকলে পিড়াপিড়ি করলে হযরত বললেন, বাছা! এই পর্যন্ত থাকতে দিন। আগামী দিন অনেক পিড়াপিড়ির পর হযরত গঙ্গুহী (র.) বললেন, ভাই এরপর হল ইহসানের মর্তবা। (শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম- পৃষ্ঠা: ১৮৮)

## পীরের সাথে মুরিদের রূহানী সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ এ প্রসঙ্গে শায়খ মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেবের মন্তব্য

শায়খ মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেব তার রচিত 'ইমদাদুস সুলুক' কিতাবে নিজ পীরের সাথে মুরিদের রূহানী সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ এ প্রসঙ্গে লিখেন- মুরীদকে ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ কথা জানা উচিৎ যে, শায়খের রূহ কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মুরীদ যেখানেই থাকুন না কেন, দুরে হোক বা কাছে, যদিও তিনি শারিরীকভাবে দূরে থাকুন না কিন্তু তার রূহানীয়ত থেকে দূরে নন। যখন এ বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস রাখবে এবং সব সময় শায়খকে স্মরণ করবে তখন তাদের মধ্যে কলবের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে এবং সার্বক্ষণিক তার থেকে উপকৃত হতে থাকবে। কোন ঘটনা উন্মোচনের জন্য যখন শায়খকে মুরীদের প্রয়োজন হবে তখন শায়খকে নিজের কলবের মধ্যে উপস্থিত মনে করে রূহানীভাবে চাইবে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় শায়খের রূহ তা ঢেলে দেবে। তবে অবশ্যই শায়খের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে। আর শায়খের সাথে তার সম্পর্কের কারণেই মুরীদের অন্তরে বাকশক্তি তৈরী হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের দিকে রাস্তা খুলে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে ইলহামকারী করে দিবেন। শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'মুহাদ্দাস' বলে। (মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী: ইমদাদুস সুলুক: পৃষ্ঠা-১০)

রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়-

১. মুরীদ সর্বদা মনে রাখবে পীরের রূহ এক স্থানে বন্দি নয়।

২. মুরীদ যত দূরে থাকুন তিনি মুর্শিদের রূহানীয়ত থেকে দূরে নয়।

৩. আর এরূপ মনে করতে পারলে সর্বদাই মুর্শিদ থেকে রূহানী ফায়দা পাবে।

একজন মুরীদের যদি তার মুর্শিদের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা উচিৎ হয়ে থাকে তাহলে রাসূলে আকরাম (সা.) এর সাথে একজন উম্মতের কতটুকু সম্পর্ক রাখা উচিৎ. বিশেষ করে সালাত ও সালাম পাঠ করার সময় রাসূলে পাক (সা.) এর সাথে কি ধরনের রূহানী সম্পর্ক রাখতে হবে তা ভেবে দেখার বিষয়।

## মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেবের মুর্শিদের মৃত্যুর পর মুর্শিদের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে তুয়াইজিরীর বক্তব্য

শায়খ মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেব তাঁর পীর ও মুর্শিদের ওফাতের পর তাঁর যে অবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার আরওয়াহে সালাসা কিতাবের ২৯১ পৃষ্ঠায় লেখেন যে. রশিদ আহমদ সাহেব বলেন- তিন বছর পর্যন্ত তার পীর ও মুর্শিদের চেহারা তার কলবে বিদ্যমান ছিল। তিনি এ সময় তাকে জিজ্ঞেস না করে কোন কিছুই করেন নি। গঙ্গুহী সাহেব আরও বলেন ঐ তিন বছর রাসূলে পাক (সা.) ও তার কূলবে ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস না করে তিনি কিছুই করেন নি। (আরওয়াহে সালাসা. পৃষ্ঠাঃ ২৯১)
উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে মাওলানা রশিদ আহমদ সম্পর্কে তুয়াইজিরী যা বলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

قلت: ما ذكر في هذه الجملة من الهوس فإنما هو من تضليل الشيطان له، وتمكّنه من إغوائه، بحيث كان الشيطان يخيِّل إليه أن وجه الشيخ إمداد الله كان في قلبه ثلاث سنوات كاملة،

অনুবাদ : আমি বলি. উপরোক্ত বাক্যে যে পাগলামীর কথা বলা হয়েছে এটা শয়তান কর্তৃক ভ্রষ্টতা এবং তার গোমরাহী। কারণ শয়তান তার অন্তরে সন্দেহ তৈরী করে দিত যে. তার শায়খ ইমদাদুল্লাহর চেহারা পূর্ণ তিন বছর পর্যন্ত তার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। (আল কাউলুল বালীগ)

## রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেব ইলমে গায়িব জানেন এমন দাবী করার অভিযোগ উত্থাপন করে তুয়াইজিরীর বক্তব্য

'তাযকিরাতুর রশীদ' কিতাবে রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেবের একটি উক্তি হল- তোমরা শুন! এটাই সত্য, রশিদ আহমদ যা বলে। আল্লাহর কসম করে বলছি বর্তমান যুগে হেদায়াত ও নাজাত কেবলমাত্র আমার অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। (তাযকিরাতুর রশিদ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৭)

وكلام الكنكوهي في هٰذه الجملة لا يخلو من إحدى حالتين:

– إما أن يكون مغلوباً على عقله، فيكون كلامه هٰذا من الهذيان الذي يهـذو به من فقد عقله، فلا يؤاخذ حينئذ بما تكلَّم به.

– وإما أن يكون عقله باقياً معه، فيكون حينئذ قد ادَّعى أمراً عظيماً من علم الغيب الذي لا بدَّ أن يكون قد نزل فيه وحيٌ من الله تعالى!

অনুবাদ: আর গঙ্গুহী সাহেবের দুটি অবস্থা হবে, হয়ত তার জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তাহলে তার এ কথাবার্তাগুলো হবে পাগলের বক্তব্য। তখন তার একথাগুলো ধর্তব্য হবে না।
অথবা, তার জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক ছিল, তা হলে তিনি গায়িবের জ্ঞান সম্পর্কে অনেক বড় বিষয় দাবী করেছেন যার জন্য আবশ্যক হল আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ হওয়া। (কাউলুন বালিগ, পৃষ্ঠা: ১১৪)

## 'তাওহীদী জনতা' মু'তাযিলাদের শ্লোগান

মহান আল্লাহর একত্ববাদের উপর বিশ্বাস রাখাকে তাওহীদ বলে। সে জন্যে তাওহীদপন্থী বলতে শুধু আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকারকারীকে বুঝায়। শুধু তাওহীদের দ্বারা ঈমানদার হওয়া যায় না বরং তাওহীদ এবং রিসালতের উপর বিশ্বাসের সমন্বয়ে ঈমান লাভ হয়। তাওহীদপন্থী শব্দ দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকারকারীকে বুঝালেও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট এটি একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা। তাওহীদী জনতা বলতে আহলে সুন্নতের নিকট বাতিল ও ভ্রষ্ট মু'তাযিলা আকীদায় বিশ্বাসী লোককে বুঝায়। কেননা মু'তাযিলারা নিজেদেরকে

তাওহীদী জনতা বলে পরিচয় দিত। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আকীদার কিতাব 'শরহে আকাইদে নাসাফী'তে মুতাযিলাদের পরিচয়ে উল্লেখ আছে-

وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد

-তারা নিজেদেরকে ইনসাফকারী এবং তাওহিদপন্থী বলে সম্বোধন করত। (শরহে আকাইদে নাসাফী, পৃষ্ঠা: ২০)

দেওবন্দী আলিমদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবও মু'তাযিলাদের পরিচয় হিসাবে তাওহীদপন্থী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি মওলানা মওদুদীর ভ্রষ্টতা প্রমাণের জন্য ১৯ টি দালীলিক যুক্তি পেশ করেছেন। হাকীম মাওলানা আখতার সাহেব তদীয় 'মওদুদী ছাহেব আকাবিরীনে উম্মত কি নযর মে' গ্রন্থে এগুলো তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে ১৯ নম্বর যুক্তিটি হলো-

۱۹۔ وہ مثل معتزلہ وروافض وغیرہ اپنے سائن بورڈ وغیرہ پر "حقیقی توحید کا دفتر جماعت موحدین حقیقی کا مبلغ اسلام" یا اس کے مترادف الفاظ میں لکھتے ہے جس طرح معتزلہ اپنے آپ کو اصحاب العدل اور اصحاب التوحید کہتے اور لکھتے تھے

**অনুবাদ** ঃ তিনি (মওদুদী) মু'তাযিলা, রাফিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতো সাইন বোর্ডে প্রকৃত তাওহিদের কার্যালয়, ইসলামের পূর্ণতা প্রদানকারী, প্রকৃত তাওহীদবাদী অথবা এসবের সমার্থক শব্দ লেখেন। যেমনিভাবে মু'তাযিলাগণ নিজেদেরকে ইনসাফকারী ও তাওহীদবাদী বলে থাকে। (হাকিম আখতার সাহেব: মওদুদী ছাহেব আকাবিরীনে উম্মত কি নযর মে, পৃষ্ঠা: ১৪২)

শরহে আকাইদে নাসাফী ও মওলানা মাদানী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় নিজেকে তাওহীদবাদী বা তাওহীদী জনতা বলে পরিচয় দেওয়া মু'তাযিলাদের স্বভাব।

বর্তমানে যে সকল দেওবন্দী নিজেদেরকে তাওহীদী জনতা বলে পরিচয় দেন তারা কি মু'তাযিলাদের অনুসরণ করছেন না?

# তাবলীগী নেসাবের লেখক শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের দৃষ্টিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে আপাদমস্তক নূর বলা-ই আদব

রাসূল পাক (সা.) এর বাহ্যিক আকৃতির বর্ণনাকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) 'শামাইলে তিরমিযী'র প্রথম অধ্যায়ই এনেছেন- باب ما جاء فى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ রাসূলে পাক (সা.) এর বাহ্যিক আকৃতি প্রসঙ্গে। কুরআন ও সুন্নাহ যেহেতু রাসুলুল্লাহ (সা.) এর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু রাসূল (সা.) এর প্রতি সর্বোত্তম দৃষ্টিভঙ্গি রাখা উচিত। কাফির মুশরিকরা রাসূল (সা.) এর প্রতি যেরূপ দৃষ্টিতে তাকাতো সেভাবে না তাকিয়ে ঈমানের নজরে তাকানো উচিত। হযরত আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) শামাইলে তিরমিযীর পূর্বোক্ত বাবের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- এই বাব হলো সে সকল হাদীস সম্পর্কে, যা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তদীয় মহান রাসূল ও নবীয়ে আকরাম (সা.) এর আকৃতি পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টির বর্ণনায় এসেছে। এজন্য বলা হয়, রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমানের পরিপুর্ণতার অংশ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, রাসূলে পাক (সা.) এর বদন মোবারকে বাতিনী সৌন্দর্যের প্রতি নির্দেশক যত জাহেরী সৌন্দর্য একত্রিত হয়েছে, তদ্রুপ সৌন্দর্য অন্য কোনো মানুষের শরীরে একত্রিত হয়নি। এ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলে পাক (সা.) এর পরিপুর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়নি। যদি তা পুর্ণরূপে প্রকাশিত হতো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর দিকে তাকাতে পারতেন না। আর কাফিরদের অবস্থা তো সেরূপ, যেরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- - تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون - অর্থাৎ আপনি দেখবেন তারা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে অথচ তারা দেখছে না। কোনো কোনো সুফী বলেন, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে চিনতে পেরেছে কিন্তু রাসূল (সা.) কে চিনতে পারেনি। কেননা মানবীয় পর্দা তাদের দৃষ্টিশক্তিকে ঢেকে দিয়েছে। ('জামউল ওসাইল ফী শরহিশ শামাইল, মোল্লা আলী কারী (র.), পৃষ্ঠা: ১০)

শয়তান যেভাবে আদম (আ.) কে মাটি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য (এহানত) করেছিল ঠিক সেভাবে শয়তানের দোসর কোন কোন আলিম নামধারী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মাটির নবী বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকে। তাবলীগী নেসাবের লেখক ও দেওবন্দীদের অনুসরণীয় বুযুর্গ শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নূর বলেছেন। তিনি তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ শামাইলে তিরমিযীর প্রথম অধ্যায় - باب ما جاء فى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم

প্রসঙ্গে লিখেছেন, "গ্রন্থাকার (ইমাম তিরমিযী) এই পরিচ্ছেদে ঐ সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন যা হুযুরে আকদাস (সা.) এর বাহ্যিক আকৃতি বর্ণনায় এসেছে। হুযুরে আকদাস (সা.) এর মুবারক সৌন্দর্য যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নূরে মুজাসসাম এর আকৃতি বর্ণনা করা সাধ্যের বাইরে। (শামাইলে তিরমিযী মা'আ উর্দ্দু হাশিয়া খাসাইলে নববী, পৃষ্ঠা: ১০)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল- হযরত যাকারিয়া সাহেব প্রথমে রাসূলে পাক (সা.) কে 'নূরে মুজাসসাম' বলেছেন। এরপর বলেছেন, নূরে মুজাসসাম এর আকৃতি বর্ণনা করা সাধ্যের বাইরে। নি:সন্দেহে রাসূলে পাক (সা.) এর প্রতি আদবের দিকে খেয়াল রেখে তিনি এরূপ বলেছেন। কেননা রাসূল (সা.) এর প্রতি আদবের দৃষ্টি রাখা মুমিনের জন্য ফরয।

রাসূল (সা.) কে অন্যান্য মানুষের মতো বলা কিংবা মাটির নবী বলা চরম বেয়াদবী। রাসূল (সা.) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সকল দিক থেকে সম্পুর্ণ ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে যাকারিয়া সাহেব মানাভী (র.) এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি 'শামাইলে তিরমিযীর' প্রথম পরিচ্ছেদে ৫ম হাদীসের 'ফায়দা' অংশে লিখেছেন: মানাভী (র.) লিখেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই আকীদা পোষন করা বাধ্যতামূলক যে, হুযুরে পাক (সা.) এর শরীর মুবারক যে সকল সুন্দর গুণে বিভূষিত অন্য কেউ এ সকল গুণে হুযুর (সা.) এর সমান হতে পারে না। এ বিষয়টি শুধুমাত্র আকাঈদের বিষয় নয়, বরং সিয়র, হাদীস ও ইতিহাসের কিতাব এ জাতীয় বর্ণনায় পরিপুর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বাতিনী কামালতের সাথে সাথে জাহিরি পুর্ণতাও তাঁকে দান করেছিলেন। (শামাইলে তিরমিযী মা'আ উর্দু হাশিয়া খাসাইলে নববী, পৃষ্ঠা: ১৬)

باب ما جاء فی تواضع رسول الله - (রাসূল্লাহ (সা.) এর বিনয়) অধ্যায়ে ১৩ নং হাদীসে এসেছে- کان بشررامن البشر يفلی ثوبه - অর্থাৎ রাসূল (সা.) মানুষের মধ্যে একজন মানুষ ছিলেন। তার পোষাকের মধ্যে নিজেই উকুন' তালাশ করতেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত যাকারিয়া সাহেব লিখেছেন, উলামায়ে কিরামের তাহকীক হলো, হুযুরে আকদাস (সা.) এর শরীরে উকুন হতো না। কারণ, শরীরের ময়লা হতে উকুনের সৃষ্টি হয় এবং ঘামের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। রাসূল (সা.) আপাদমস্তক নূর ছিলেন। সেখানে ময়লা থাকার সুযোগ কোথায়? (শামাইলে তিরমিযী মা'আ উর্দু হাশিয়া খাসাইলে নববী, পৃষ্ঠা: ৩৫৪)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো: کان بشررامن البشر হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত যাকারিয়া সাহেব রাসূল (সা.) কে سراسرنور (আপাদমস্তক নূর) বলেছেন। তিনি চাইলে এখানে মানুষ বলতে মাটির মানুষ বলতে পারতেন, যেমনটি কিছু সংখ্যক দেওবন্দী বলে থাকেন। কিন্তু তা না করে বরং নূর বলেছেন।

# দেওবন্দীগন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) কে এত খেতাব প্রদান করার পর নিজেদেরকে ওয়াহাবীদের কাছে তৌহিদী প্রমাণ করা কি সম্ভব হবে?

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় উলামা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী, কাছিম নানুতবী, আশরাফ আলী থানবী ও শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেব প্রমুখের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের কি পরিমাণ উচ্চ ধারণা ছিল তা দেওবন্দীদের নিকট ইমামে রব্বানী বলে স্বীকৃত রশিদ আহমদ গঙ্গুহী সাহেবের 'ইমদাদুস সুলুক' কিতাবের শুরুতে তাঁর সম্পর্কে যে উপাধিসমুহ ব্যবহার করেছেন, তা থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়-

بنام نامی واسم سامی وافتخار المشائخ الاعلام مركز الخواص والعوام
منبع البركات القدسية مظهر الفيوضات المرضية معدن معارف الالهية
مخزن الحقائق مجمع دقائق سراج اقرانه قدوة اهل زمانه سلطان
العارفين ملك التاركين غوث الكاملين غياث الطالبين الذي كلت
السنة الاقلام من مدائحه البالغة واعجزت التوصيف شمائله الكرام
الساطعة يغبط الاولون والآخرون من شعاره ويحسده الفاجرون
والغافلون من دثاره مرشدي معتمدي وسيلة يومي وغدي مولاي و
معتقدي سيدي سندي الشيخ الحاج المشتهر بامداد الله الفاروقي
التهانوي سلمه تعالى بالارشاد والهداية وازال بذاته المطهرة
الضلالة والغواية الخ

অনুবাদ: বিখ্যাত ও সমুন্নত নাম, জগতের বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের গর্ব, বিশিষ্ট ও সাধারণের কেন্দ্রবিন্দু, সমুন্নত বরকত ও কল্যাণের উৎস, অঢেল নিয়ামতরাজির প্রকাশস্থল, ঐশী আধ্যাত্মিকতার খনি, হকিকতের ভান্ডার, সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়সমুহের মিলনস্থল, তাঁর সঙ্গী সাথীগণের প্রদীপ, তাঁর যুগের অধিবাসীদের অনুসরণীয়, আরিফীনদের বাদশাহ, দুনিয়া বিমুখদের বাদশা, কামিল ও অন্বেষণকারীদের সাহায্যকারী, যার প্রশংসা করতে গিয়ে কলমের ভাষা অক্ষম, যার সমুন্নত চরিত্রের বর্ণনা দিতে কোন সিফতই যথেষ্ট নয়, যার অভ্যন্তরীন অবস্থায় পুর্বাপর সকলেই ঈর্ষান্বিত, যার বাহ্যিক অবস্থা দর্শনে পাপী

ও গাফিল তাকে হিংসা করে, আমার মুর্শিদ, আমার ভরসা, আমার ইহ-কাল ও পরকালের ওয়াসীলাহ, আমার মাওলা, আমাকে মুক্তকারী, আমার সর্দার, আমার সনদ শাইখ মাওলানা আলহাজ্জ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী আল-ফারুকী থানবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহ তাকে পথপ্রদর্শন ও হেদায়াতের মাধ্যমে নিরাপদ রাখুন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার মাধ্যমে গোমরাহী ও অন্ধকার দূর করে দিন। (ইরশাদুল মুলুক উর্দু তরজমা ইমদাদুস সুলুক, পৃষ্ঠা-২৭)

শায়খ হুসাইন আহমদ মদনী সাহেব (১৮৭৯-১৯৫৭ খ্রী.) মাওলানা আহমদ রেযা খান ও তার অনুসারীদের উত্তর দিতে গিয়ে 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে এ উপাধিগুলো উল্লেখ করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন-

'সাথীগন! এ ইবারতগুলোর শব্দ ও অর্থের দিকে খেয়াল কর এবং ইনসাফের দৃষ্টিতে বল, ওয়াহাবীরা এ ধরনের শব্দ ও এমন আকীদা বিশ্বাস কারো ক্ষেত্রে পোষন করে কি? বর্ণিত ইবারতের দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুতবুল আলম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী কুদ্দিসা সিররুহুল আযিয এর সকল রচনা ও আকীদা বিশ্বাসে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একমত পোষন করতেন এবং তিনি তাঁর অনুসারী ছিলেন।" (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা:৭৯)

## তাবলীগীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন কাজ উত্তম হওয়ার দলীল উপস্থাপন করেন

তাবলীগ জামাআতের কোন কোন আলিম অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন কাজ উত্তম সাব্যস্ত হওয়াকে বিদআত বললেও তাদের অনেক শীর্ষস্থানীয় আলিম নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বহু কাজকে উপকারি বলে দাবি করে থাকেন। যেমন: মালফুযাতে ফকিহুল উম্মাত কিতাবে মুফতী মাহমুদুল হাসান সাহেবের একটি বক্তব্য মাসউদ আহমদ কাসিমী এভাবে উল্লেখ করেছেন-

### تبلیغی جماعت پر اعتراض

ارشاد فرمایا کہ ایک مدرسہ کے مہتمم صاحب نے تبلیغی جماعت پر بطور اعتراض کے میرے پاس خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تبلیغی جماعت کا یہ نصاب عمر میں سات چلے سال میں ایک چلہ مہینہ میں تین دن ہفتہ میں دو گشت اور روزانہ کی تعلیم کہاں سے ثابت ہے میں نے جواب میں لکھا کہ ایسے امور کے ثبوت کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ خلاف شرع نہ ہوں سو یہ خلاف شرع نہیں آپ بتلائیں کہ آپ کے یہاں درس نظامی کا نصاب اور اس کی مدت اتنے سال پہلے سال میں فلاں فلاں کتاب اور دوسرے سال میں فلاں فلاں اسی طرح ہر سال فلاں فلاں نیز سال میں تین امتحان یہ سب کہاں سے ثابت ہے ظاہر ہے کہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ خلاف شرع نہیں اور تجربہ شاہد ہے کہ جو اس طرح پڑھ لیتا ہے وہ فاضل بن جاتا ہے اس کے ثبوت کے لئے اتنا ہی کافی ہے پس اسی طرح تبلیغی جماعت کے نصاب کو سمجھ لیجئے۔

অনুবাদ :

### তাবলীগ জামআতের উপর অভিযোগ

তিনি (মাহমুদুল হাসান) বলেছেন যে, এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব তাবলীগ জামাতের উপর অভিযোগ করে আমার কাছে একটি চিঠি লিখলেন। যাতে লেখা ছিল তাবলীগ জামাআতের নেসাবের মধ্যে আছে জীবনে সাত চিল্লা প্রাদান, মাসে তিন দিনের এক চিল্লা, সপ্তাহের দুইবার গাশত করা এবং দৈনিক তা'লিম ইত্যাদি। এগুলো কোন্ দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়? আমি (মাহমুদুল হাসান) তার জবাবে লিখলাম এমন একটি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইহা শরীআত বিরোধী নয়। সুতরাং যেহেতু এ কাজও শরীআত বিরোধী নয় তাই এটা জায়িয। আপনি বলুন আপনাদের দরসে নেজামীর যে নেসাব রয়েছে যেমন: এটা এত বৎসরে শেষ হবে। প্রথম বৎসর অমুক অমুক কিতাব পড়ানো হবে। দ্বিতীয় বৎসর অমুক অমুক কিতাব পড়ানো হবে। এভাবে প্রত্যেক সালের নেসাব প্রণয়ন। তাছাড়া বৎসরে তিনটি পরীক্ষা নেয়া হবে। এগুলি কোন দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয়? প্রকাশ থাকে যে, এর উত্তরে আপনি বলবেন এটা শরীআত বিরোধী নয় এবং অভিজ্ঞতা স্বাক্ষ্য প্রদান করে, যে এভাবে পড়বে সে ফাযিল হয়ে যাবে। আর এটাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাবলীগী জামাআতের নেসাবকে এরূপ মনে করা উচিত। (মালফুযাতে ফকিহুল উম্মাত, মুফতী মাহমুদুল হাসান গঙ্গুহী, মুরাততিব: মাসউদ আহমদ কাসিমী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা:১৩৪)

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা থেকে ইহা প্রমাণিত হয় কোন কাজ শরীয়ত বিরোধী না হলে সে কাজে করা নাজায়িয নয়, বিদআতও নয়, এটা দেওবন্দীরাও মনে করেন্।

## তাবলীগের অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উলামায়ে কিরামের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে

তাবলীগী জামাআত সম্পর্কে আমরা আপাতত: কোন মন্তব্য না করে দেওবন্দী আকাবিরীনের আদর্শের অনুসারী, হানফী মাযহাবের কলম সৈনিক, আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আনোয়ারুল বারী' এর লেখক আল্লামা আহমদ রেজা বিজনূরী (তাসাউফ বিবর্জিত) তাবলীগী খিদমতের শেষ পরিনতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করলাম।

ایک مرتبہ راقم الحروف نے تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے ایک جید عالم سے اس سلسلہ میں گفتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی جہاد کے مشابہ ہے اس لیے جہاد کی ساری فضیلت اس کو حاصل ہے اور وہ اپنی تحقیق پر مصر رہے، احقر نے خیال کیا کہ لوگوں کو رغبت دلانے کے نیک خیال سے اس قسم کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت سے یہ حضرات مجبور ہوئے ہیں تو حساب لگا کر ایک بیان میں لوگوں کو بتلایا تھا کہ صرف ایک دن میں باجماعت نمازوں میں جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اگر نیکیاں شمار کی جائیں تو ۶۶ لاکھ سے زیادہ حسنات کا ثواب ملتا ہے۔ جب کہ نماز کے دوسرے ارکان، سنن و مستحبات کا ثواب الگ رہا۔ کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور نماز میں پڑھنے سے ایک سو نیکیاں حدیث سے ثابت ہیں اور جماعت کا ثواب ۲۷ گنا ہے، جس کو بعض علماء نے تنہا کی ہزار کیا جائے۔ غرض صرف ترغیب کے لیے کچھ کہنا ہے تو اس میں علماء اور ذمہ دار حضرات کو کچی بات نہ کہنی چاہئے، اس تحریر کا مقصد صرف ایک علمی تحقیق و اصلاح ہے، تبلیغ کی ضرورت و اہمیت سے صرف نظر ہرگز نہیں، خود تبلیغ کے فضائل و مناقب بھی اپنی جگہ بے شمار ہیں اور تبلیغی جماعت کے کارنامے آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، ہر مسلمان کو اس کام میں لگنا چاہئے، دوسری اہم قابل اصلاح بات یہ ہے کہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی وقعت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے محکم قلعے ہیں، ان سے کٹ کر ان سے بدظن ہو کر یا ان سے بے نیاز ہو کر دین کا کام ہوگا اس کے اثرات پائیدار و مستحکم نہ ہوں گے اور مجموعی حیثیت سے دین و علم کو اس سے ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچے گا۔ و ما علینا الا البلاغ۔

অনুবাদ: একবার এই লেখকের (বিজনুরী) সাথে তাবলীগী জামাআতের সাথে কাজ করেন এমন এক ভাল আলিমের কথা হয়। তিনি বলেন, এটাও জিহাদের সমতুল্য। জিহাদের সমুদয় ফযীলত এতে নিহিত রয়েছে। তিনি তার মতামতের উপর অবিচল ছিলেন। (আমি) অধম মনে করলাম মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষে এ ধরনের ফযীলত বর্ণনায় তারা হয়ত বাধ্য। হিসাব করে একদিন বয়ানের মধ্যে বললাম, কেবল একদিন জামাআতের সাথে নামায আদায়ে যে পরিমান কুরআন তিলাওয়াত হয়ে থাকে এর নেকী যদি গণনা করা হয়, তবে ৬৬ লাখেরও বেশী নেকী হবে। নামাযের বাকী আরকান, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজসমূহ এ সওয়াবের বাইরে। কারণ, কুরআনে কারীমের একটি হরফ পড়লে ১০টি নেকী হয়। আর নামাযের ভেতর একটি হরফ পড়লে ১০০টি নেকী হয় বলে হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমানিত। আর জামাআতের সাথে পড়লে ২৭গুন বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। মোট কথা, কেবল উৎসাহের জন্য কিছু বলতে হলে তা উলামায়ে কিরাম ও জিম্মাদার লোকজন যেন অপরিপক্ক কথা না বলেন। এটা লেখার উদ্যেশ্য কেবল একটি ইলমী বিশ্লেষন ও সংশোধন। তাবলীগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা নয়। কারণ তাবলীগের গুরুত্ব ও ফযীলত স্ব স্থানে অনেক বেশী। তাবলীগী জামাআতের কাজ জোর দিয়ে লেখলেও কম হবে। সকল মুসলমানের এ কাজে আত্ম নিয়োগ করা উচিত। **দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হল- স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, তাবলীগী জামাআতে যারা কাজ করেন তাদের অন্তরে উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কম মনে হয়। অথচ উলামায়ে কিরাম ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে দীনের স্বীকৃত দুর্গ। এটাকে কর্তন করে, এগুলো সম্পর্কে মন্দ ধারনা রেখে কিংবা এগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে দীনের কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত হলে সামগ্রীক ভাবে দীন ও ইলম ক্ষতিগ্রস্থ হবে।** (আনোয়ারুল বারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১০৭)

# রাসূল (সা.) কে দশজনের মত মানুষ বলা কাফিরদের স্বভাব

সুন্নী আলিমদের বিরোধিতার উদ্যেশ্যে কিছুসংখ্যক দেওবন্দী ওয়াহাবীদের সাথে একাত্মতা পোষন করেন এবং তাদের ভাষায় কথা-বার্তা বলে থাকেন। পক্ষান্তরে, যখন মওদুদী সাহেবের বিরোদ্ধে বক্তব্য রাখেন তখন সুন্নী আলিমদের ভাষায় কথা বলে থাকেন। প্রমানস্বরূপ হেকিম আখতার সাহেব- যিনি আশরাফ আলী থানভী সাহেবের একজন খলিফা- তিনি তাঁর লিখিত مودودی صاحب: اکابر امت کی نظر میں (উম্মতের মহান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে মওদুদী সাহেব) কিতাবে রাসূল (সা.) সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের একটি উক্তি (নবী না অতি মানব, না মহা মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত) খন্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে যেখানেই নবীকে মানুষ বলেছেন, তার পাশাপাশি অপরাপর মানুষ থেকে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা উল্লেখ করেছেন। কাফিররাই কোন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করে রাসূল (সা.) কে অপরাপর মানুষের মত বলেছে। তিনি লেখেন-

جہاں محض بشریت کا ذکر کیا ہے یا صفات بشریہ کا ذکر ہے وہ تمام تر مشرکین
وکفار کے قول کی نقل ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا (ابراہیم) ھل ھذا الا بشر
مثلکم (الانبیاء) ما ھذا الا بشر مثلکم (المؤمنون) ما انتم الا بشر مثلنا (یٰس)
ما نراك الا بشرا مثلنا (ھود) کفار نے بلاشبہ طعن کے طور پر کہا کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں

অনুবাদঃ (কুরআনে) যেখানেই রাসূল (সা.) কে কেবল মানুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা কেবল তাঁর মানবীয় গুনাবলি উলেৱখ আছে, সেখানে কাফির মুশরিকদের উক্তিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

(১) قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا তারা বলল, তোমরাতো আমাদের মত মানুষ। (২) هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ -সে তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। (৩) مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ -সে তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। (৪) مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا -তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। (৫) مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا -আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষই মনে করছি। কাফিরগণ দোষারোপের জন্য নবীদেরকে মানুষ বলত। ( مودودی صاحب: اکابر امت کی نظر میں, পৃষ্ঠা: ৩২)

আমরা প্রায় সময়ই দেখতে পাই কিছু সংখ্যক দেওবন্দী আলিম ওয়াজ-নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাসূল (সা.) কে দশজনের মত একজন মানুষ প্রমান করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। অথচ তারাই মওদুদী সাহেবের ভ্রান্ততা প্রমান করতে গিয়ে রাসূল (সা.) কে দশজনের মত মানুষ মনে করা কাফিরদের স্বভাব বলে প্রমান করলেন। সুতরাং দেওবন্দীরা যখন রাসূল (সা.) কে দশজনের মত মানুষ বলবেন, তখন আমরা নির্দ্বিধায় বলব, তোমাদের ফতোয়া অনুযায়ী তোমরা কাফিরদের মত আচরন করছ।

